চার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

ইমাম আবু হানীফা (রহ:) এর জীবনী

ইমাম মালিক (রহ:)-এর জীবনী

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর জীবনী

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ:)-এর জীবনী

ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচিপত্র

নাম,উপনাম ও বংশ

জন্ম ও প্রতিপালন

শিক্ষা জীবন

ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আবু হানীফা (রহ:)-এর ছাত্রবৃন্দ

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

ফিকাহ শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসে ইমাম আবু হানীফা (রহ:)

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবু হানীফা (রহ)

ইমাম আবু হানীফা (রহ) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা

ইমামের মৃত্যুবরণ

الباب الثاني

نبذة من حياة الأئمة الأربعة وموقفهم من اتباع السنة

দ্বিতীয় অধ্যায়

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও সুন্নাহ অনুসরণে ইমামদের অবস্থান

প্রথম পরিচ্ছেদ

চার ইমামের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

মহামতি ইমামদের জীবনী এখানে আলোচনা করা মূল উদ্দেশ্য নয়, শুধুমাত্র পাঠকদের কাছে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা দেয়াই হলো উদ্দেশ্য, কারণ তাঁদের বিশাল আলোময় জীবন এ কয়েক লাইনে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। অতএব অতি সামান্নভাবে তাঁদের জীবনী সম্পর্কে সামান্য কিছু তথ্য তুলে ধরা হল।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ : নাম নু'মান, উপনাম আবু হানীফা। বংশনামা : "নু'মান বিন ছাবিত বিন যুত্বাই আল খায্‌যায আল কুফী।[৪৮] তিনি কাপরের ব্যবসায়ী ছিলেন, তাই আল খায্‌যায বলে পরিচিত এবং তিনি কুফা নগরীতে জন্মলাভ করেছেন ও সেখানে জীবন-যাপন করেছেন এজন্য আল-কুফী বলে পরিচিত। বংশগতভাবে তিনি আত্-তাইমী, অর্থাৎ তাঁর দাদা "যূত্বাই" রাবীয়া বংশের উপগোত্র বনী তাইমিল্লাহ বিন ছা'লাবার অধিনস্ত ছিলেন, এ সূত্রেই তিনি বংশগতভাবে আত্-তাইমী বলে পরিচিত।[৪৯]

জন্ম ও প্রতিপালন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) কুফা নগরীতে ৮০ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কুফা নগরীতে প্রতিপালিত

---

[৪৮] তারীখে কাবীর লিল বুখারী- ৮/৮১ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ১৩/৩২৩ পৃঃ, তাযকেরাতুল হুফ্‌ফায- ১/১৬৮ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন্নুবালা ৬/৩৯০ পৃঃ, আল কামিল ফিত্তারীখ- ৫/৫৮৫ পৃঃ মিযানুল ই'তিদাল- ৪/২৬৫ পৃঃ, তাহযীবুত্তাহযীব- ১০/ ৪৪৯ পৃঃ ইত্যাদি।

[৪৯] আল-আন্‌সাব লিস্‌সাম আনী- ৫/১০৩ পৃঃ, আল মাজরুহীন- ৩/৬৩ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

হন এবং জীবনের শুরুতেই তিনি গার্মন্টেস ব্যবসায় পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন এবং সততার সাথে ব্যবসায় পরিচালনা করায় তিনি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।[৫০]

শিক্ষা জীবন : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) জীবনের প্রাথমিক পর্যায় ব্যবসায়ী কর্মে আত্মনিয়োগ করেন, শিক্ষা-দিক্ষায় মনোনিবেশ হননি। ইমাম শা'আবী (রহ.)-এর সাথে সাক্ষাত ঘটলে তাঁর পরামর্শে তিনি শিক্ষামুখী হন। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) নিজেই বলেন : "আমি একদিন ইমাম শা'আবীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, তখন তিনি আমাকে ডাকলেন এবং বললেন, তুমি কার কাছে যাচ্ছ? আমি তাকে উস্তায সম্বোধন করে বললাম যে, আমি বাজারে যাচ্ছি। ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : "তোমার বাজারে যাওয়ার কথা জিজ্ঞাসা করিনি, আমি জিজ্ঞাসা করলাম কোন আলিমের কাছে যাচ্ছ?" জবাবে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বললেন, "আসলে আলিমদের সাথে আমার যোগাযোগ খুবই কম।" ইমাম শা'আবী (রহ.) বললেন : "না তুমি এরূপ করো না, বরং তুমি শিক্ষামুখী হও এবং আলিমদের সাথে উঠাবসা শুরু কর, কারণ আমি তোমার মাঝে ভাল আলামত দেখছি।" ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন : ইমাম শা'আবীর এ উপদেশ আমার হৃদয়ে রেখাপাত করল, ফলে আমি বাজারে যাওয়া বন্ধ করলাম এবং জ্ঞান গবেষণামুখী হলাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁর উপদেশের মাধ্যমে আমাকে উপকৃত করেছেন।[৫১]

এভাবেই আবূ হানীফা (রহ.) শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শিক্ষা জীবন শুরু করে তিনি কালাম শাস্ত্র ও তর্কবিদ্যা শিক্ষালাভ করে ভ্রান্ত মতবাদের প্রতিবাদে তর্ক সংগ্রাম চালিয়ে তার্কিক হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। কিন্তু এ তর্ক চর্চা কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে বিঘ্নতা সৃষ্টি করলে তর্ক চর্চা বর্জন করে কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকাহ্ চর্চায় মনোনিবেশ করেন।[৫২]

ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ছোট বয়সে দু'একজন সাহাবীর সাক্ষাত লাভ করেন, যেমন-

---

[৫০] তারিখে বাগদাদ ১৩/৩২৫ পৃঃ।

[৫১] মানাকিব আবী হানীফাহ লিল মাক্কী- ৫৪ পৃঃ।

[৫২] উকূদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

আনাস বিন মালিক (রাঃ), কিন্তু তাদের কাছ থেকে তেমন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেননি, কারণ তিনি প্রাথমিক যুগে ব্যবসায়ী কর্মে নিয়োজিত ছিলেন, অতঃপর ইমাম শা'আবীর অনুপ্রেরণায় দ্বীন শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন।[৫৩] ইমাম আল মিয্যী (রহ.) ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যাদের কাছে শিক্ষালাভ করেছেন তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মোট পঞ্চাশ জন শাইখ এর নাম উল্লেখ করেন। নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জনের নাম উল্লেখ করা হল :

১. হাম্মাদ বিন আবী সুলাইমান আল আশ্য়ারী (রহ.)।
২. যায়িদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.)।
৩. ইমাম আতা বিন আবী রাবাহ আল কারশী (রহ.)।
৪. আবদুল মালিক বিন আবিল মাখারিক আল মাসরী (রহ.)।
৫. আদী বিন ছাবিত আল আনসারী (রহ.)।
৬. ইমাম কাতাদাহ বিন দা'য়ামাহ আস সাদুসী (রহ.)।
৭. মুহাম্মদ বিন আলী আল হাশেমী (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) হতে অনেক গুণীজন দ্বীনী জ্ঞান শিক্ষা লাভ করেন। ইমাম মিয্যী (রহঃ ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ছাত্রদের বর্ণনা দিতে গিয়ে সত্তর জনের নাম উল্লেখ করেন।[৫৪] নিম্নে তাদের প্রসিদ্ধ কয়েক জন :

১. জারীর বিন আবদুল হামীদ আল কুফী (রহ.)।
২. হাম্মাদ বিন আবী হানীফাহ আল কুফী (রহ.)।
৩. আল হাকাম বিন আব্দুল্লাহ আল বালখী (রহ.)।
৪. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক আল হানযালী (রহ.)।
৫. ইমাম মুহাম্মদ বিন হাসান আশ্শায়বানী (রহ.)।
৬. ইমাম নূহ বিন আবী মারয়াম আল মারওয়াযী (রহ.)।
৭. ইমাম ইয়াকুব বিন ইবরাহীম আবূ ইউসূফ আল কাযী (রহ.) ইত্যাদি।

---

[৫৩] উকূদুল জিমান, ১৬০ পৃঃ।
[৫৪] তাহ্যীবুল কামাল, ৩/১৪১৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম কাবীসাহ বিন উকবাহ (রহ.) বলেন : "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) প্রথম পর্যায়ে তর্কবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে বিদ'আতী বাতিল পন্থীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হন, এভাবে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী তার্কিকে পরিণত হন। অতঃপর তিনি তর্কচর্চা বর্জন করে ফিকাহ্ ও সুন্নাহ চর্চায় লিপ্ত হন এবং একজন ইমামে পরিণত হন।"[৫৫]

ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ফিকাহ্ শাস্ত্রে আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান ও অবদান সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখেনা, কারণ তিনি ফিকাহ্ শাস্ত্রের এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। ইমাম সাহেবের অন্যতম ছাত্র ইমাম আব্দুল্লাহ ইবনু মুবারক (রহ.) বলেন, "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) স্বীয় যুগে ফিকাহ্ শাস্ত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তি ছিলেন"।[৫৬] তিনি সমযুগে প্রসিদ্ধ তাবেঈ যেমন- আত্বা বিন রাবাহ, নাফি, মাওলা ইবনু ওমার ও কাতাদাহ প্রভৃতি তাবেঈদের (রাহিমাহুমুল্লাহ) হতে ফিকাহ্ শাস্ত্রে পণ্ডত্ব অর্জন করেন।[৫৭] তাঁর হতেও অসংখ্য জ্ঞানপিপাসু ফিকাহ্ শাস্ত্র শিক্ষা লাভ করেন। তাবে ফিকাহ্ শাস্ত্রে ইমাম সাহেবের উল্লেখযোগ্য কোন রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

উল্লেখ্য যে, ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ফিকাহ্ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্ব অর্জন করেন এবং বহু জ্ঞান পিপাসুকে ফিকাহ্ শিক্ষাদান করেন, কিন্তু প্রচলিত সমাজে যেমন- ইমাম সাহেবের বরাত দিয়ে প্রকাশ্য হাদীসকে বর্জন করে ফিকাহ্কে প্রাধান্য দেয়া হয়। ইহা কখনও ইমাম সাহেবের স্বভাব নয় এবং মাযহাবও নয়। "সুন্নাতে রাসূল ﷺ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর অবস্থান" পরিচ্ছেদে আমরা এ বিষয়টি প্রমাণসহ আলোকপাত করব ইন্শাআল্লাহ।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একশত হিজরীর পরে অর্থাৎ তাঁর বিশ বছর বয়সের পর তিনি হাদীস শিক্ষায় মনোনিবেশ করেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ আলিম হতে হাদীস

---

[৫৫] উকূদুল জিমান, ১৬১ পৃঃ।

[৫৬] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৬/৪০৩ পৃঃ।

[৫৭] উসূলুদ্দীন ইন্দা ইমাম আবূ হানীফা, ৯৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

শিক্ষালাভ করেন।[৫৮] কিন্তু হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা খুবই নগন্য। এর দুটি কারণ হতে পারে,

প্রথম কারণ : তিনি হাদীস বর্ণনায় কঠোরতা অবলম্বন করতেন, অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারীর পূর্ণ মুখস্ত বর্ণনাকেই শুধু মেনে নিতেন। ইমাম ইবনু সালাহ (রহ.) বলেন :

شدّد قوم في الرواية فأفرطوا، وتساهل فيها آخرون ففرطوا ومن التشدد مذهب من قال : لاحجة إلا فيما رواه الراوى من حفظه، وذلك مروى عن مالك و أبي حنيفة

"হাদীস বর্ণনায় একশ্রেণীর মানুষ কঠোরতা অবলম্বন করে সীমালঙ্ঘন করেছেন, আবার আরেক শ্রেণী শিথিলতা অবলম্বন করে সীমালঙ্ঘন করেছেন। কঠোরতার মধ্যে হল, যারা মনে করেন যে, বর্ণনাকারীর শুধু মুখস্ত বর্ণিত হাদীস ছাড়া অন্য হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য হবে না, ইহা ইমাম মালিক ও ইমাম আবূ হানীফার মত।"[৫৯]

দ্বিতীয় কারণ : ইমামের হাদীস বর্ণনা কম হওয়ার অপর কারণ হলো তিনি মাসআলা-মাসায়েলের গবেষণায় বেশী ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস বর্ণনার সুযোগ হত না।

উকূদুল জিমান গ্রন্থের লিখক বলেন,

وإنما قلت الرواية عنه..... لاشتغاله عن الرواية باستنباط المسائل من الأدلة كما كان أجلاء الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما يشتغلون بالعمل عن الرواية حتى قلت رواياتهم بالنسبة إلى كثرة إطلاعهم-

"ইমাম সাহেবের বিভিন্ন দলীলের মাসআলার গবেষণায় ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা কমে গেছে, যেমন- প্রসিদ্ধ সাহাবী আবূ বকর, ওমার (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) সহ অনেকেই প্রচুর জানা-শুনা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন কাজে ব্যস্ততার দরুন হাদীস বর্ণনা করতে পারেন নি।"[৬০]

---

[৫৮] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৬/৩৯৬ পৃঃ।
[৫৯] উলূমুল হাদীস- ১৮৫, ১৮৬ পৃঃ, (আত্তাকঈদ ওয়াল ইযাহ সহ)।
[৬০] উকূদুল জিমান- ৩১৯, ৩২০ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

অবশ্য এ ব্যস্ততার কারনে তিনি হাদীস সংরক্ষণেও তেমন গুরুত্ব দিতে পারেননি। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন,

لم يصرف الإمام همته لضبط الألفاظ والأسانيد، وإنما كانت همته القرآن والفقه، وكذلك حال كل من أقبل على فن، فإنه يقصر عن غيره

"ইমাম সাহেব হাদীসের শব্দ ও সনদ বা সূত্র রপ্ত ও যব্ত করণে গুরুত্ব দিতে পারেননি, তাঁর গুরুত্ব ছিল কুরআন ও ফিকাহ্ শাস্ত্রে, বস্তুতঃ সকল ব্যক্তির এমনই অবস্থা হয়, এক বিষয়ে গুরুত্ব দিলে অপর বিষয় ঘাটতি হয়ে যায়।"[৬১]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর নামে কিছু হাদীসের সংকলন উল্লেখ করা হয় এবং বলা হয় এগুলি ইমাম আবূ হানীফার (রহ.)। মূলতঃ ওই সব ইমাম সাহেবের সংকলন নয় বরং তাঁর অনেক পরে সেগুলি সংকলন করে তাঁর নামে সম্পৃক্ত করা হয়েছে।[৬২] আল্লামাহ শাহ্ আবদুল আযীয দেহলবী হানাফী (রহ.) বলেন :

بل جمعها الجامعون بعد أزمنة متطاولة

"বরং সে গ্রন্থগুলো অনেক পরে বিভিন্নজন সংকলন করেছেন।"[৬৩]

ইমাম ইবনু হাজার আসকালামী (রহ.) বলেন :

وكذلك مسند أبي حنيفة توهم أنه جمع أبي حنيفة وليس كذلك...

"অনুরূপ মুস্নাদ আবী হানীফাহ ধারণা করা হয় ইহা ইমাম আবূ হানীফার সংকলন, আসলে তা নয়.....।"[৬৪]

অতএব বলা যেতে পারে যে, ইমাম আবূ হানীফার নামে হাদীসের যে গ্রন্থগুলি উল্লেখ করা হয় সেগুলি হয়তবা ইমাম আবূ হানীফা হতে তাঁর ছাত্ররা শিক্ষালাভের পর যে হাদীসগুলি সংকলন করে তাঁর নামে প্রকাশ করেছেন, অথবা অতি ভক্তির কারণে নিজের সংগৃহীত হাদীস তাঁর নামে সংকলন করে প্রকাশ করা হয়েছে, ওয়াল্লাহ 'আলাম।

---

[৬১] মানাকিব আবী হানীকাহ ও সাহিবাইহী লিব্যাহাবী- ২৮ পৃঃ।
[৬২] উসূলুদ্দীন ইন্দা আবী হানীফা- ১০০-১০৭ পৃঃ।
[৬৩] বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, ৫০ পৃঃ।
[৬৪] তা'জীলুল মানফাআহ, ০৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

সঠিক আক্বীদা বিশ্বাসে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বাতীল আক্বীদা পোষণকারী জাহমিয়া, মুরযিয়া, মুতাযিলা ইত্যাদি সম্প্রদায়গুলির সাথে তর্কযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন, হক প্রতিষ্ঠায় বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সঠিক আক্বীদা-বিশ্বাসে ঐক্যমত পোষণ করেছেন। প্রায় সকল মাসআলায় তিনি একমত শুধু ঈমানের সংজ্ঞা, হ্রাসবৃদ্ধি বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। আল্লাহ তা'আলার স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান না হওয়া বরং আরশে সমুন্নত হওয়া এবং নিরাকার না হওয়া বরং তাঁর সুস্পষ্ট গুণাবলী সাব্যস্ত করাই হলো ইমামের আক্বীদা বিশ্বাস। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, আজ যারা ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর মাযহাবের দুহাই দেয়, তারাই আবার ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর বিপরীত আক্বীদাহ-বিশ্বাস পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে তারা ইমাম আবূ হানীফার ফতোয়া অনুযায়ী মুসলমান থাকতে পারে না। কারণ- ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন, "যে বিশ্বাস করে না যে আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় আরশের উপরে আছেন (অর্থাৎ বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ স্ব-সত্ত্বায় সর্বত্র বিরাজমান) সে কাফির।"[৬৫]

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর আক্বীদাহ বিষয়ক পাঁচটি গ্রন্থ রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। প্রকৃত পক্ষে এগুলো ইমাম সাহেবের প্রতি শুধু সম্পৃক্ত করা হয়েছে। তিনি এগুলো লিখেন নি। তবে "ফিক্হুল আকবার" নামে যে গ্রন্থটি ইমামের ছেলে হাম্মাদ (রহ.)-এর সনদে, সেটি অধিকাংশের মতে ইমাম সাহেবের সংকলন,[৬৬] ওয়াল্লাহু 'আলাম। মূল কথা ইমাম সাহেবের নিজের রচিত হোক বা তাঁর থেকে শুনে হাম্মাদের রচনা হোক সর্বাবস্থায় প্রমাণ করে যে, ইমাম সাহেবের এবং তাঁর ছেলে হাম্মাদ সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসের উপর ছিলেন, যা হতে বর্তমানের হানাফী সমাজ পদস্খলিত হয়ে গেছে। আল্লাহ আমাদের সকলকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকীদার উপর থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

---

[৬৫] মুখ্তাসারু আলউ'লু ১৩৬ পৃঃ।

[৬৬] উসূলুদ্দীন ইনদা আবী হানীফাহ, ১১৫-১২৫ পৃঃ, আশ্শারহ আল মুয়াস্সার, ০৩ পৃঃ, শরহু কিতাব ফিকহুল আকবার, ০৫ পৃঃ, শরহুল আক্বীদাহ তাহাবীয়াহ, ১/২৬৬ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম চথুষ্টয়ের প্রথম হলেন ইমাম আবূ হানীফা (৮০-১৫০ হিঃ) (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর অবস্থান সম্পর্কে তাঁর শিষ্যগণ তাঁর একাধিক বক্তব্য বর্ণনা করেন, সকল বক্তব্যের মূল কথা হল ইমামদের সুন্নাহ পরিপন্থী মতামতের তাকলীদ (অন্ধ অনুসরণ) বর্জন করে সহীহ হাদীস বা সুন্নাহ গ্রহণ করা অপরিহার্য। এ প্রসঙ্গে ইমাম সাহেবের কয়েকটি মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হলো :

১। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِيْ

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ"।[১৫৫]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য সহীহ সনদে প্রমাণিত, তাঁর এ বক্তব্য তাঁর সততা, জ্ঞানের সচ্ছতা এবং আল্লাহভীরুতার এক জলন্ত প্রমাণ। এ কথায় প্রমাণিত হয় যে, তিনি নিজেও সহীহ হাদীস পরিপন্থী কোন কথা ও কাজে অটল থাকতে চাননি এবং কোন অনুসারীকে তা পালনে সম্মতিও দেননি। বরং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তাহাই ইমামের মত ও পথ বলে ঘোষণা দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ বর্জনের নির্দেশ জারি করেন।

তাঁর একথায় প্রমাণিত হয় যে, সত্যিই তিনি হক্ব ইমাম ছিলেন এবং জীবনে ও মরণে সর্বদায় হক্ব গ্রহণ করেছেন। তাই প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য কখনও ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা সমিচিন হবে না। বরং ইমাম সাহেবের এ হক্ব বক্তব্য গ্রহণ না করে প্রচলিত মাযহাবের সহীহ হাদীস বিরোধী কথা ও কাজ ইমাম সাহেবের নামে প্রচার করে তা পালনীয় অপরিহার্য ফাতুয়া দিয়ে মাযহাবপন্থী আলিমরাই ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) উপর যুলম করেছেন। ইমাম সাহেব সহীহ হাদীস বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে মুক্ত হতে চাইলেও গোঁড়া

---

[১৫৫] ইবনু আ'বিদীন- আল বাহর আর রায়িক এর হাশিয়ায়-১/৩৬ পৃঃ, এবং রাসমুল মুফতী-১/৪ পৃঃ। শাইখ সালিহ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম-৬২ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

মাযহাবপন্থীরা তাঁকে মুক্ত হতে দিতে চায় না। আল্লাহ ইমাম সাহেবকে যেরূপ হেদায়াত দিয়েছেন, মাযহাব পন্থীদেরও সেরূপ হোদায়াত দান করুন। আমীন!

ইমাম সাহেব যেহেতু রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পান নি এবং সে যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলণ হয়নি। তাই ইমাম সাহেবের এরূপ বক্তব্য সঠিক ও বাস্তব হওয়াই যুক্তি যুক্ত, কারণ হলো : তিনি রাসূল ﷺ হতে অধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের কাছে দীর্ঘদিন হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাননি। দ্বিতীয় কারণ হলো তাঁর যুগে প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থগুলিও সংকলিত হয়নি, যেমন সহীহ বুখারীর সংকলক ইমাম বুখারী (রহ.) জন্ম লাভ করেন ১৯৪ হিঃ। সহীহ মুসলিমের সংকলক ইমাম মুসলিম (রহ.) জন্ম লাভ করেন ২০৩ হিঃ, এমনিভাবে ইমাম আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ (রাহিমাহুমুল্লাহ) ইত্যাদি সকলেই ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) মৃত্যুর ৪৪ বছর ও তারও পরে জন্ম গ্রহণ করেন, অত:পর তারা তাদের হাদীস গ্রন্থসমূহ সংকলণ করেন। তাই ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর শুভকামনা যে, এমন একদিন আসবে যেদিন হাদীস সংকলণ হবে, যঈফ (দূর্বল) হাদীস হতে সহীহ হাদীস চিহ্নিত হয়ে যাবে, তখন আর দূর্বল হাদীসের সমাদর থাকবেনা। সহীহ হাদীস উপস্থিত হলে ঈমানী দাবী হিসাবে শুধুমাত্র সহীহ হাদীসকেই আকঁড়ে ধরতে হবে। এ চিন্তা চেতনার আলোকেই তাঁর অমীয় বাণী "কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে, জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।"

২। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ بِقَوْلِنَا مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ أَخَذْنَاهُ" وفي رواية : حَرَامٌ عَلى مَنْ لَمْ يَعْرِفْ دَلِيْلِيْ أَنْ يُفْتِيَ بِكَلاَمِيْ" وزاد في رواية : "فَإِنَّنَا بَشَرٌ، نَقُوْلُ الْقَوْلَ الْيَوْمَ وَنَرْجِعُ عَنْهُ غَدًا" وفي أخري : "ويحك يا يعقوب ! (هو أبو يوسف) لاَ تَكْتُبْ كُلَّ مَا تَسْمَعْ مِنِّيْ، فَإِنِّيْ قَدْ أَرَى الرَّأْيَ الْيَوْمَ وَأَتْرُكُهُ غَدًا، وَأَرَى الرَّأْيَ غَدًا وَأَتْرُكُهُ بَعْدَ غَدٍ"

www.WaytoJannah.com

"আমরা আমাদের কথাগুলি কোন্ দলীল হতে গ্রহণ করেছি ইহা অবগত হওয়া ছাড়া আমাদের কথা বা ফাতাওয়া গ্রহণ করা কারো জন্য বৈধ নয়"[১৫৬]

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : "যে ব্যক্তি আমার দলীল অবগত নয়, তার পক্ষে আমার কথা অনুযায়ী ফতুয়া দেয়া সম্পূর্ণ হারাম।" এর সাথে অন্য বর্ণনায় বর্ধিত অংশ হল : "আমরা সাধারণ মানুষ আজকে এক ফাতাওয়া দেই, আবার আমীকাল তা প্রত্যাহার করে থাকি।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তিনি স্বীয় শিষ্য ইয়াকূব ইমাম আবূ ইউসুফ কে বলেন : "সাবধান তুমি আমার কাছে যা কিছুই শুন, সবই লিখ না, কারণ আমি আজ এক সিদ্ধান্ত নেই, আবার আগামীকাল তা প্রত্যাখ্যান করি। আবার আগামীকাল এক ফাতাওয়া বা সিদ্ধান্ত নেই, তার পরের দিন তা প্রত্যাখ্যান করি।"[১৫৭]

আলোচ্য বক্তব্য হতে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব দলীল ভিত্তিক ফাতওয়া প্রদানে সচেষ্ট ছিলেন। প্রয়োজনের তাগীদে কোন বিষয়ে কিয়াসের আলোকে ফাতওয়া দিলেও দলীল বিহীন ও কিয়াস ভিত্তিক ফাতওয়া অনুযায়ী অন্যকে ফাতওয়া প্রদানের অনুমতি দেন নি, বরং হারাম করে দিয়েছেন। এসব প্রমাণ করে যে, প্রচলিত হানাফী মাযহাবের সহীহ হাদীস পরিপন্থী ইমামের নামে ফাতওয়া সমূহ প্রচার প্রসার করা না জায়েয ও হারাম। কারণ এ সমস্ত সহীহ হাদীস বিরোধী মাসায়েল প্রচার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হয় এবং ইমাম সাহেবের প্রতি মানুষের অশ্রদ্ধার সুযোগ করে দেয়া হয়, অথচ ইমাম সাহেব (র:) এক্ষেত্রে কতইনা সতর্ক ও সচেতন।

ইমাম আল্লামা মুহাম্মদ নাসিরুদ্দীন আলবানী (র:) কতইনা সুন্দর কথা বলেছেন: "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর যে সমস্ত কথা সহীহ হাদীস বিরোধী পাওয়া যায় সেগুলোর ক্ষেত্রে যদি ইমামের এরূপই অবস্থান

---

[১৫৬] ইবনু আব্দিল বার আল ইনতিকা-(الإنتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء) গ্রন্থে ১৪৫ পৃ:, ই'লামুল মুয়া'ক্কিঈন- ২/৩০৯ পৃ:। ইবনু আবিদিন আল বাহর আল রয়িক এর হাশিয়ায়-৬/২৯৩ পৃ: আশ্‌শারানী- আল মিযান- ১/৫৫ পৃ:। শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ৫২ পৃ: ইমাম যুফার হতে সহীহ সনদে প্রমাণিত।

[১৫৭] শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন্নবী ﷺ - ৪৭ পৃ:

www.WaytoJannah.com

হয়, অর্থাৎ তিনি সহীহ দাহীস পেয়েও ইচ্ছাকৃত ভাবে এরূপ ফাতাওয়া প্রদান করেননি, বরং না পাওয়া অবস্থায় এরূপ ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এটা অবশ্যই ইমাম সাহেবের গ্রহণযোগ্য ওজর। কারণ আল্লাহ তা'আলা সাধ্যের বাইরে কিছু চাপিয়ে দেননি। সুতরাং ইমাম সাহেবকে দোষারূপ করা কখনও জায়েয হবে না। বরং তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাল আচরণ প্রদর্শন করতে হবে, কেননা তিনি মুসলমানদের ঐসব ইমামদের অন্যতম যারা দ্বীনের জন্য অবদান রেখেছেন। বরং অপরাধ ও অবৈধ কর্মে লিপ্ত হয়েছে তারা যারা ইমামের সহীহ হাদীস বিরোধী কথাগুলো কোঠর ভাবে আঁকড়ে ধরে অথচ এগুলো ইমামের মাযহাব নয়। কারণ সহীহ হাদীসই হল তাঁর মাযহাব। অতএব ইমাম সাহেব হলেন এক প্রান্তে, আর ঐসব অনুসারীরা হল আরেক প্রান্তে।"[১৫৮]

৩। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِذَا قُلْتُ قَوْلاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللهِ تَعَالَىٰ وَخَبَرَ الرَّسُوْلِ ﷺ فَاتْرُكُوْا قَوْلِي"

"আমি যদি এমন কথা বলি যা আল্লাহ তা'আলার কিতাব- কুরআন এবং রাসূল ﷺ এর হাদীসের বিপরীত বা পরিপন্থী হয়, তখন আমার কথাকে বর্জন কর (কুরআন ও হাদীসকে আঁকড়ে ধর)।"[১৫৯]

যিনি ইমামুল মুসলিমিন তিনি কিভাবেই বা বলতে পারেন যে, কুরআন ও হাদীস ছেড়ে আমার কথাকেই আঁকড়ে ধর। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللهَ﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের অগ্রে কোন কিছু প্রাধান্য দিও না, আর আল্লাহকে ভয় কর।"[১৬০]

অতএব আল্লাহ ভীরু ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) অবশ্যই বলবেন যে, কুরআন ও হাদীস গ্রহণ কর এবং আমার কথা বর্জন কর। কিন্তু দুঃখের

---

[১৫৮] শায়খ আলবানী (রহ.) সিফাতু সালাতিন নাবী- ৪৭,৪৮ পৃঃ।

[১৫৯] শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম-৫০ পৃ:।

[১৬০] সূরা আল হুজরাত- আয়াত ১।

www.WaytoJannah.com

বিষয় হল তথা কথিত হানাফী মাযহাব অনুসারী ভাইয়েরা ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীস বিরোধী ফাত্ওয়া আঁকড়ে ধরতে বদ্ধপরিকর। আল্লাহ আমাদের সকল গোঁড়ামী বর্জন করে কুরআন ও সহীহ হদীসের অনুসারী হওয়ার তাওফীক দান করুন! কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসারী না হয়ে ইমাম আবূ হানীফার (রহ.) নির্দেশ উপদেশও অনুযায়ী কুরআন ও সহীহ হাদীস আঁকড়ে ধরার তাওফীক দান করুন! আমীন!

৪। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"وَأَصْحَابُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مُجْمِعُوْنَ عَلَى أَنَّ مَذْهَبَ أَبِيْ حَنِيْفَةَ أَنَّ ضَعِيْفَ الْحَدِيْثِ عِنْدَهُ أَوْلَى مِنَ الْقِيَاسِ وَالرَّأْيِ"

"ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) এর সকল অনুসারীরা একমত যে, ইমাম আবূ হানীফার মত হল: যঈফ (দূর্বল) হাদীস তাঁর কাছে কিয়াস ও অভিমতের চেয়েও অনেক উত্তম।"[১৬১]

কিয়াস ও অভিমতের চেয়ে যদি যঈফ হাদীস উত্তম ও প্রাধান্য যোগ্য হয়, তাহলে নিঃসন্দেহে কিয়াস ও অভিমতের বিপরীত সহীহ হাদীস পেলে তা মানা অপরিহার্য ফরয। এবং সহীহ হাদীস পেলে কিয়াস ও অভিমত বর্জন করাও ফরয।

৫। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) বলেন :

"إِيَّاكُمْ وَالْقَوْلَ فِيْ دِيْنِ اللهِ بِالرَّأْيِ، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ"

"সাবধান! তোমরা আল্লাহর দ্বীনে নিজেদের অভিমত প্রয়োগ করা হতে বিরত থাক। সকল অবস্থাতেই সুন্নাহর অনুসরণ কর। যে ব্যক্তি সুন্নাহ হতে বের হবে সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"[১৬২]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্য মানুষের হিদায়াত ও পথভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে। অর্থাৎ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরে থাকাই হল হিদায়াত।

---

[১৬১] ইবনুল কাইয়্যিম- ই'লুল মুয়াক্কিঈন- ১২/৮২ পৃ:।

[১৬২] শা'রানী- মীযানে কুবরা-১/৯ পৃ:।

www.WaytoJannah.com

আর সুন্নাহ বর্জন করে কোন ব্যক্তি, দল, তারীকা ও মাযহাবের অনুসরণ করাই হল যলালাত বা পথভ্রষ্টতা। ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যের পরও কিভাবে তাঁর দুহাই দিয়ে সহীহ হাদীসকে বর্জন করে মাযহাবী গোঁড়ামির আশ্রয় নিয়ে থাকে? আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দান করুন এবং সকল মত ও পথ বর্জন করে শুধু কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণের তাওফীক দান করুন! আমীন!

www.WaytoJannah.com

ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা : ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনায় অনেকেই প্রশংসা করেছেন, যেমন-

১. ইমাম আহমাদ বিন হামল (রহ.) বলেন : "ইমাম সাহেব শিক্ষা, আল্লাহ ভীরুতা ও আখিরাতমুখী হিসাবে এক বিশেষ অবস্থানে ছিলেন। আবূ জাফর আল মানসুরের কাজী বা বিচারকের পদ গ্রহণের জন্য তাঁকে প্রহার পর্যন্ত করা হয়েছে তবুও তিনি তা গ্রহণ করেননি, আল্লাহ তাকে বিশেষ রহম করুন।"[৬৭]

২. ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহ.) বলেন : "যদিও মানুষেরা ইমাম আবূ হানীফার কিছু বিষয়ে বিরোধিতা করেছেন এবং অপছন্দ করেছেন, কিন্তু তাঁর জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধিতে কারো কোনরূপ সন্দেহ নেই।"[৬৮]

৩. ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : "ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একজন বিশিষ্ট আলিম, গবেষক, সাধক ও ইমাম ছিলেন। তিনি বড় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন, রাজা-বাদশাহ্দের কোন পুরস্কার গ্রহণ করতেন না।"[৬৯]

ইমামের মৃত্যুবরণ : মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ইমাম আবূ হানাফী (রহ.) ১৫ই শাবানে ১৫০ হিঃ, ৭০ বছর বয়সে পরপারে পাড়িজমান, এবং বাগদাদের গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।[৭০] আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

---

[৬৭] উকূদুল জিমান, ১৯৩ পৃঃ।
[৬৮] মিনহাজুম সুন্নাহ, ২/৬১৯ পৃঃ।
[৬৯] তাযকিরতুল হুফ্ফায, ১/১৬৮ পৃঃ।
[৭০] আল ইন্তিকা, ১৭১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

Contents

সূচিপত্র

ইমাম মালিক (রহ.) এর জীবনী

নাম,উপনাম ও বংশ

জন্ম ও প্রতিপালন

শিক্ষা জীবন

ইমাম মালিকের (রহ.) শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম মালিকের (রহ.) এর ছাত্রবৃন্দ

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম মালিক (রহ.)

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (রহ.)

হাদীস সংগ্রহে কঠোর সতর্কতা

হাদীস পালনে ইমাম মালিক

হাদীস শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদান

সঠিক আক্বীদা ও বিশ্বাসে ইমাম মালিক (রহ.)

ইমাম মালিক (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা

ইমাম মালিকের (রহ.) গ্রন্থাবলী

ইমাম মালিকের (রহ.) মৃত্যুবরণ

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম মালিক (রহ.)-এর অবস্থান

www.WaytoJannah.Com

ইমাম মালিক (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জিবনী

নাম, উপনাম ও বংশ : নাম মালিক, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ। বংশনামা : মালিক বিন আনাস বিন আবূ আমির বিন আমর বিন হারিস আল-আসবাহী। তিনি আরবের প্রসিদ্ধ গোত্র কাহ্ত্বান এর উপগোত্র আসবাহ্ অন্তর্ভূক্ত, এজন্য 'আল-আসবাহী' বলে পরিচিত।[৭১]

জন্ম ও প্রতিপালন : ইমাম মালিক (রহ.) পবিত্র মদীনা নগরীতে এক সম্ভ্রান্ত শিক্ষানুরাগী মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করেন। জন্মের সন নিয়ে কিছু মতামত থাকায় ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : বিশুদ্ধ মতে ইমাম মালিক (রহ.)-এর জন্ম সন হল ৯৩ হিজরী, যে সনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খাদেম আনাস বিন মালিক (রাঃ) মৃত্যুবরণ করেন।[৭২]

তিনি পিতা আনাস বিন মালিকের কাছে মদীনায় প্রতিপালিত হন। তাঁর পিতা তাবে-তাবেঈ ও হাদীস বর্ণনাকারী ছিলেন, যার কাছ থেকে ইমাম যুহুরীসহ অনেকেই হাদীস বর্ণনা করেন। খুদ ইমাম মালিকও পিতার নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা করেন।[৭৩] তাঁর দাদা আবূ আনাস মালিক (রহ.) প্রসিদ্ধ তাবেঈ ছিলেন, যিনি ওমার, আয়িশা ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে হাদীস বর্ণনা করেন।[৭৪] তাঁর পিতামহ আমির বিন আমর (রাঃ) প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন।[৭৫] এ সম্ভ্রান্ত দ্বীনী পরিবেশে জ্ঞানপিপাসা নিয়েই তিনি প্রতিপালিত হন।

শিক্ষা জীবন : রাসূল ﷺ-এর হিজরতের পর হতে আজও পর্যন্ত দ্বীনী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র হলো মদীনা। সে মদীনাতে জন্মলাভ করার অর্থ হল দ্বীনী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্রেই জন্ম লাভ করা। বিশেষ করে বংশীয়ভাবে তাঁদের পরিবার ছিল দ্বীনী জ্ঞানচর্চায় অগ্রগামী। এজন্য তিনি শৈশবকাল

---

[৭১] তারতীবুল মাদারিক, ১/১০২ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন নুবালা, ৮/৪৮ পৃঃ, আল-আনসাব লিস্সাম আনী, ১/২৮৭ পৃঃ, আত্-তামহীদ, ১/৮৯ পৃঃ, মানাকিব মালিক লিয্যাওয়াবী, ১৬০-১৬২ পৃঃ, আল-ইনতিকা, ৯-১১ পৃঃ ইত্যাদি।

[৭২] তারতীবুল মাদারিক, ১/১১০ পৃঃ, মানাকিব মালিক লিয্যাওয়াবী, ১৫৯ পৃঃ।

[৭৩] মান্হাজু ইমাম মালিক, ২২ পৃঃ।

[৭৪] তারতীবুল মাদারিক, ১/১০৭ পৃঃ।

[৭৫] আল ইসাবাহ ৭/২৯৮ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

হতেই শিক্ষা শুরু করেন। বিশেষ করে তাঁর মাতা তাকে শিক্ষার প্রেরণা যোগান। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন : আমি একদিন মাকে বললাম, "আমি পড়ালিখা করতে যাব! মা বললেন : আস শিক্ষার লেবাস পড়, অতঃপর আমাকে ভাল পোষাক পড়ালেন, মাথায় টুঁপি দিলেন এবং তার উপর পাগড়ী পড়িয়ে দিলেন, এরপর বললেন : এখন পড়া লিখার জন্য যাও।

তিনি বলেন : মা আমাকে ভালভাবে কাপড় পড়িয়ে দিয়ে বলতেন : যাও মদীনার প্রসিদ্ধ আলিম রাবিয়াহর কাছে এবং তাঁর জ্ঞান শিক্ষার আগে তাঁর আদব আখ্লাক শিক্ষা কর।[৭৬] এভাবে তিনি মদীনার প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, ফকীহদের নিকট হতে শিক্ষালাভ করেন।

ইমাম মালিকের (রহ.) শিক্ষক বৃন্দ : ইমাম মালিক (রহ.) অসংখ্য বিদ্যানের নিকট শিক্ষালাভ করেন। ইমাম যুরকানী (রহ.) বলেন : "ইমাম মালিক (রহ.) নয়শতর অধিক শিক্ষকের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিশেষ করে ইমাম মালিক স্বীয় গ্রন্থ মুয়াত্ত্বায় যে সব শিক্ষক হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাদেরই সংখ্যা হল ১৩৫ জন, যাদের নাম ইমাম যাহাবী "সিয়ার" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন।[৭৭] তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকজন নিম্নরূপ :

১. ইমাম রাবীয়া বিন আবূ আবদুর রহমান (রহ.)।
২. ইমাম মুহাম্মদ বিন মুসলিম আয্যুহুরী (রহ.)।
৩. ইমাম নাফি মাওলা ইবনু ওমার (রহ.)।
৪. ইব্রাহীম বিন উক্বাহ (রহ.)।
৫. ইসমাঈল বিন মুহাম্মদ বিন সা'দ (রহ.)।
৬. হুমাইদ বিন কায়স আল 'আরজ (রহ.)।
৭. আইয়ূব বিন আবী তামীমাহ আস্সাখতিয়ানী (রহ.) ইত্যাদি।[৭৮]

ইমাম মালিক (রহ.)-এর ছাত্র বৃন্দ : ইমাম মালিক (রহ.) হলেন ইমামু দারিল হিজরাহ, অর্থাৎ মদীনার ইমাম। অতএব মদীনার ইমামের

---

[৭৬] তারতীবুল মাদারিক, ১/১১৯ পৃঃ।
[৭৭] সিয়ারা আলামুন্নুবালা, ৮/৪৯ পৃঃ।
[৭৮] সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ৮/৪৯-৫১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

ছাত্র হওয়ার সৌভাগ্য কে না চায়। তাই তাঁর ছাত্র অগণিত। ইমাম যাহাবী উল্লেখযোগ্য ১৬৬ জনের নাম বর্ণনা করেছেন। ইমাম খাতীব বাগদাদী ৯৯৩ জন উল্লেখ করেন।[৭৯] ইমামের প্রসিদ্ধ কয়েকজন ছাত্রের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল :

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্‌রীস আশ্‌শাফেঈ (রহ.)।

২. ইমাম সুফাইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহ.)।

৩. ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক (রহ.)।

৪. ইমাম আবু দাউদ আত্‌তায়ালিসী (রহ.)।

৫. হাম্মাদ বিন যায়দ (রহ.)।

৬. ইসমাঈল বিন জাফর (রহ.)।

৭. ইবনু আবী আযযিনাদ (রহ.) ইত্যাদি।[৮০]

জ্ঞান গবেষণায় ইমাম মালিক (রহ.) : ইমাম মালিক (রহ.) জন্মগতভাবেই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মেধা শক্তি ছিল খুবই প্রখর। আবূ কুদামাহ বলেন : "ইমাম মালিক স্বীয় যুগে সর্বাধিক মেধা শক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন।[৮১]

হুসাইন বিন উরওয়াহ হতে বর্ণিত : তিনি বলেন : "ইমাম মালিক বলেন : একদা ইমাম যুহুরী (রহ.) আমাদের মাঝে আসলেন, আমাদের সাথে ছিলেন রাবীয়াহ। তখন ইমাম যুহুরী (রহ.) আমাদেরকে চল্লিশের কিছু অধিক হাদীস শুনালেন। অতঃপর পরেরদিন আমরা ইমাম যুহুরীর কাছে আসলাম, তিনি বললেন : কিতাবে দেখ আমরা কি পরিমান হাদীস পড়েছি, আরো বললেন, গতকাল আমরা যে হাদীস বর্ণনা করেছি, তোমরা কি কিছু পড়েছ? তখন রাবীয়া বললেন : হ্যাঁ, আমাদের মাঝে এমনও ব্যক্তি আছেন যিনি গতকাল আপনার বর্ণনাকৃত সব হাদীস মুখস্ত শুনাতে পারবেন। ইমাম যুহুরী বললেন : কে তিনি? রাবিয়া বললেন : তিনি ইবনু

---

[৭৯] তারতীবুল মাদারিক, ১/২৫৪ পৃঃ। সিয়ারু আলামুন্নবালা, ৮/৫২ পৃঃ।

[৮০] সিয়ারু আলামুন্নবালা, ৮/৫২-৫৪ পৃঃ।

[৮১] আত্‌-তামহীদ, ১/৮১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

আবী আমীর অর্থাৎ ইমাম মালিক। ইমাম যুহুরী বললেন : হাদীস শুনাও, ইমাম মালিক বলেন : আমি তখন গতকালের চল্লিশটি হাদীস মুখস্ত শুনালাম। ইমাম যুহুরী বলেন : আমার ধারণা ছিল না যে, আমি ছাড়া এ হাদীসগুলো এভাবে আর দ্বিতীয় কেউ মুখস্ত করেছে।[৮২]

অতএব ইমাম মালিক (রহ.)-এর অসাধারণ পাণ্ডিত্বের সাথে গভীরভাবে জ্ঞান গবেষণা ও সংরক্ষণ সম্পর্কে আর বেশী কিছু বলার অপেক্ষা রাখে না।

হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (রহ.) : হাদীস শাস্ত্রে ইমাম মালিক (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, হাদীস সংকলনে অগ্রনায়ক। যদিও তাঁর পূর্বে কেউ কেউ হাদীস সংকলন করেন, যেমন ইমাম যুহুরী, কিন্তু ইমাম মালিক (রহ.)-এর হাদীসের সাধনা, সংগ্রহ ও সংকলন ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এজন্যই তাঁর সংকলিত গ্রন্থকে বলা হয়,

أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى الموطأ لمالك

"আল্লাহর কিতাব কুরআনের পর সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ ইমাম মালিকের মুয়াত্ত্বা গ্রন্থ।[৮৩]

তিনি হাদীস শিক্ষায় পারিবারিকভাবে উৎসাহী হলেও তাঁর অসাধ্য সাধন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অনেক অগ্রসর হয়েছেন। শয়নে স্বপনে সব সময় একই চিন্তা, কিভাবে তিনি হাদীস শিক্ষালাভ করবেন। মানুষ যখন অবসরে তখন তিনি হাদীসের সন্ধানে। ইমাম মালিক একদা ঈদের সালাতে ইমাম যুহুরীকে পেয়ে মনে করলেন, আজ মানুষ ঈদের আনন্দে ব্যস্ত, হয়ত ইমাম যুহুরীর কাছে একাকী হাদীস শিক্ষার সুযোগ পাওয়া যাবে। ঈদের ময়দান হতে চললেন ইমাম যুহুরীর বাসায়, দরজার সামনে বসলেন, ইমাম ভিতর থেকে লোক পাঠালেন গেটে দেখার জন্য, ইমামকে জানানো হল যে, গেটে আপনার ছাত্র মালিক, ইমাম বললেন : ভিতরে আসতে বল। ইমাম মালিক বলেন, আমি ভিতরে গেলাম। আমাকে

---

[৮২] আত্তাহীদ, ১/৭১ পৃঃ, তারতীবুল মাদারিক, ১/১২১ পৃঃ।

[৮৩] আত্তামহীদ, ১/৭৬-৭৯ পৃঃ, আল-হুলিয়াহ, ৬/৩২৯ পৃঃ, অবশ্য এ মন্তব্য সহীহ বুখারীর পূর্বে, সহীহ বুখারী সংকলনের পর বুখারী সর্ববিশুদ্ধ গ্রন্থ।

www.WaytoJannah.Com

জিজ্ঞাসা করলেন, মনে হয় তুমি সালাতের পর বাড়ীতে যাওনি? আমি বললাম : হ্যাঁ যাইনি, জিজ্ঞাসা করলেন, কিছু খেয়েছ কি? আমি বললাম : না, তিনি বললেন : খাও, আমি বললাম : খাওয়ার চাহিদা নেই। তিনি বললেন, তাহলে তুমি কি চাও? আমি বললাম : আমাকে হাদীস শিখান, অতঃপর তিনি আমাকে সতেরটি হাদীস শিখালেন।[৮৪]

ইমাম মালিক (রহ.) বেশীভাগ সময় একাকী থাকা পছন্দ করতেন, তাঁর বোন পিতার কাছে অভিযোগ করলেন, আমাদের ভাই মানুষের সাথে চলাফিরা করে না। পিতা জবাব দিলেন : মা তোমার ভাই রাসূল ﷺ-এর হাদীস মুখস্ত করায় ব্যস্ত, তাই একাকী থাকা পছন্দ করে।[৮৫]

হাদীস সংগ্রহে কঠোর সতর্কতা : ইমাম মালিক (রহ.) হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে সদা ব্যস্ত হলেও যেখানেই বা যার কাছেই হাদীস পেলে তিনি তা গ্রহণ করতেন না, যতক্ষণ না হাদীস বর্ণনাকারীর ঈমান-আক্বীদাহ ও সততা সম্পর্কে অবগত হতে পারতেন। বিশ্বস্ত প্রমাণিত হলে হাদীস গ্রহন করতেন। ইমাম সুফাইয়ান ইবনু উইয়ায়না (রহ.) বলেন : رحم الله مالكا ما كان أشد انتقاده للرجال والعلماء "আল্লাহ তা'আলা ইমাম মালিককে রহম করুন, তিনি হাদীসের বর্ণনাকারীর ব্যাপারে খুব কঠিনভাবে যাচাই বাছাই করতেন (সহজেই কারো হাদীস গ্রহণ করতেন না)।" আলী বিন মাদীনী (রহ.) বলেন : "হাদীস গ্রহণে কঠোর নীতি ও সতর্কতায় ইমাম মালিকের ন্যায় আর কেউ আছে বলে আমি জানিনা।"[৮৬] ইমাম মালিক বিদ'আতীদের থেকে হাদীস গ্রহণ করতেন না।[৮৭] এ সতর্কতা শুধু তিনি নিজেই অবলম্বন করেন নি, বরং তিনি অন্যদেরকেও গুরুত্বারোপের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন :

إِنَّ هَذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ، لَقَدْ أَدْرَكْتُ سَبْعِيْنَ مِمَّنْ يُحَدِّثُ : قَالَ فُلاَنٌ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ، فَمَا أَخَذْتُ عَنْهُمْ شَيْئًا.....

---

[৮৪] তারতীবুল মাদারিক, ১/১২১ পৃঃ।

[৮৫] তারতীবুল মাদারিক, ১/১১৯ পৃঃ।

[৮৬] আল ইরশাদ লিল খালিলী, ১/১১০-১১২ পৃঃ।

[৮৭] আল মুহাদ্দিস আল ফাসিল, (৪১৪-৪১৬) পৃঃ, আল ইনতিকা ১৬ পৃঃ, আত্-তামহীদ, ১/৬৭ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

"হাদীস হল দ্বীনের অন্যতম বিষয়, অতএব ভালভাবে লক্ষ কর তোমরা কার নিকট হতে দ্বীন গ্রহণ করছ। আমি সত্তর জন এমন ব্যক্তি পেয়েছি যারা রাসূল ﷺ-এর নামে হাদীস বর্ণনা করে, কিন্তু আমি তাদের কিছুই গ্রহণ করিনি। যদিও তারা অর্থ সম্পদে আমানতদার হয়, কিন্তু এ বিষয়ে তাদেরকে আমি যোগ্য মনে করিনি। অথচ আমাদের মাঝে ইমাম যুহুরীর আগমন হলে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে আমরা তাঁর দরবারে ভীর জমাতাম।[৮৮]

সুতরাং ইমামু দারিল হিজরা বা মাদীনার ইমাম মালিক (রহ.) রাসূল ﷺ-এর হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহে যেমন জীবন উৎসর্গ করেছেন, তেমনি হাদীস সংরক্ষণে খুব কঠোর ভূমিকা রেখেছেন। جزاه الله أحسن الجزاء

হাদীস পালনে ইমাম মালিক (রহ.) : হাদীস শুধু কিতাবের পাতায় নয়, বরং তা বাস্তবে পালনের অন্যতম দৃষ্টান্ত হলেন ইমাম মালিক (রহ.)। আব্দুল্লাহ বিন বুকাইর বলেন ঃ আমি ইমাম মালিককে বলতে শুনেছি তিনি বলেন : "আমি কোন আলিমের কাছে যখন বসেছি। অতঃপর তার কাছ হতে বাড়ীতে আসলে তার কাছে শুনা সব হাদীস মুখস্ত করে ফেলি এবং ওই হাদীসগুলির মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত বা আমল না করা পর্যন্ত ওই আলিমের বৈঠকে ফিরে যাইনি।"[৮৯]

হাদীস শিক্ষাদান ও ফতোয়া প্রদান : ইমাম মালিক (রহ.) শুধু হাদীস শিক্ষা ও আমল করেই ক্ষান্ত হননি, বরং শিক্ষার পাশাপাশি মানুষকে শিক্ষা দান ও ফতোয়া প্রদানে বিড়াট অবদান রেখেছেন। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : ইমাম মালিক (রহ.) ২১ বছর বয়সে হাদীসের পাঠদান ও ফতোয়া প্রদানে পূর্ণ যোগ্যতা লাভ করেন।[৯০] ইমাম মালিক (রহ.) বলেন : ইচ্ছা করলেই শুধু হাদীস শিক্ষা ও ফতোয়া প্রদানের জন্য মসজিদে বসা যায় না, রবং এ ক্ষেত্রে যোগ্য ও বিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ নিতে হবে, তারা যদি উপযুক্ত মনে করেন তাহলে এ কাজের জন্য

---

[৮৮] আল মুহাদ্দিস আল ফাসিল, (৪১৪-৪১৬) পৃঃ, আল ইনতিকা ১৬ পৃঃ, আত্-তামহীদ, ১/৬৭ পৃঃ।
[৮৯] ইত্হাফুস সালিক দ্রঃ মানহাজু ইমাম মালিক, ৩৪ পৃঃ।
[৯০] সিয়ারু আলামিন্নুবালা, ৮/৫৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

নিয়োজিত হতে পারে। সত্তর জন বিজ্ঞ পণ্ডিত- শাইখের আমার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদানের পর আমি এ কাজে নিয়োজিত হই।[৯১] মুস্‌'আব বিন আব্দুল্লাহ বলেন : "ইমাম মালিককে কোন হাদীস জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি অযূ করে ভাল পোষাক পড়ে সুন্দরভাবে প্রস্তুতি নিতেন, তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেন : এ হল রাসূল ﷺ-এর হাদীসের জন্য সম্মান প্রদর্শন।"[৯২] সারা মুসলিম বিশ্ব হতে শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র মদীনায় জ্ঞান পিপাসুরা শিক্ষার জন্য পাড়ি জমান এবং ইমাম মালিকের মত মুহাদ্দিসের নিকট হতে হাদীস শিক্ষালাভ করে ধন্য হতেন।

ইমাম মালিক (রহ.) ফতোয়া প্রদানেও যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করতেন। জটিল বিষয়গুলো দীর্ঘ গবেষণার পর ফতোয়া প্রদান করতেন। ইবনু আব্দুল হাকীম বলেন : "ইমাম মালিককে (রহ.) কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি প্রশ্নকারীকে বলতেন যাও আমি ওই বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করি।" আব্দুর রহমান বিন মাহদী বলেন : ইমাম মালিক বলেন, "কখনও এমন মাস'আলা এসেছে যে, চিন্তা-গবেষণা করতে আমার গোটারাত কেটেগেছে।"[৯৩] ইমাম মালিক (রহ.) কোন বিষয় উত্তর না দেয়া ভাল মনে করলে "জানি না" বলতেও কোন দ্বিধাবোধ করতেন না।[৯৪] কারণ তিনি মনে করতেন প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়া মানে জান্নাত ও জাহান্নামের সম্মুখীন হওয়া। প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যেন আখিরাতে জবাব দিহিতার সম্মুখীন হতে না হয়।[৯৫]

সঠিক আক্বীদাহ বিশ্বাসে ইমাম মালিক (রহ.) : আহলুস্ সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের আক্বীদাহ-বিশ্বাসের অন্যতম ইমাম হলেন ইমাম মালিক (রহ.)। বিশেষ করে আল্লাহ তা'আলার সিফাত গুণাবলীর প্রতি ঈমানের যে ক্বায়দা বা নীতি ইমাম মালিক (রহ.) মুতাযিলাদের প্রতিবাদে বর্ণনা করেন, সেটাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নীতি। যেমন ইমাম ইবনু আবিল ইয্ আল হানাফী শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবিয়ায়

---

[৯১] আল-হুলিইয়্যাহ, ৬/৩১৬ পৃঃ।
[৯২] তার তীবুল মাদারিক, ১/১৫৪ পৃঃ।
[৯৩] আল ইনতিকা, ৩৭-৩৮ পৃঃ।
[৯৪] তায্ইনুল মামালিক, ১৬-১৭ পৃঃ।
[৯৫] আল ইনতিকা, ৩৭ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

উল্লেখ করেন।[৯৬] কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীসের আলোকে ইমাম মালিক (রহ.) ঈমান আক্বীদাহর সকল বিষয়ে হকপন্থীদের সাথে একমত ছিলেন।[৯৭]

ইমাম মালিক (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা :

১. ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেন : "আলিম সমাজের আলোচনা হলে ইমাম মালিক তাদের মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্র, কেউ ইমাম মালিকের স্মৃতিশক্তি, দৃঢ়তা, সংরক্ষণশীলতা ও জ্ঞানের গভীরতার সমপর্যায় নয়। আর যে ব্যক্তি সহীহ হাদীস চায় সে যেন ইমাম মালিকের কাছে যায়।"[৯৮]

২. ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) বলেন : "বিদ্যানদের অন্যতম একজন ইমাম মালিক, তিনি হাদীস ও ফিকাহ শাস্ত্রে একজন অন্যতম ইমাম, জ্ঞান-বুদ্ধি ও আদাব আখলাকসহ হাদীসের প্রকৃত অনুসারী ইমাম মালিকের মত আর কে আছে?"[৯৯]

৩. ইমাম নাসাঈ (রহ.) বলেন : "তাবেঈদের পর আমার কাছে ইমাম মালিকের চেয়ে অধিক বিচক্ষণ আর কেউ নেই এবং হাদীসের ক্ষেত্রে তাঁর চেয়ে অধিক আমানতদার আমার কাছে আর কেউ নেই।"[১০০]

ইমাম মালিকের (রহ.) গ্রন্থাবলী ঃ ইমাম মালিক (রহ.)-এর বেশ কিছু রচনাবলী রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল :

১. আল মুয়াত্ত্বা- الموطأ।[১০১] হাদীসের জগতে কিছু ছোট ছোট সংকলন শুরু হলেও ইমাম মালিকের 'মুয়াত্ত্বা' সর্ব প্রথম হাদীসের উল্লেখযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য সংকলন। এ গ্রন্থে ইমাম মালিক (রহ.) রাসূল ﷺ-এর হাদীস, সাহাবী ও তাবেঈদের হাদীস এবং মদীনাবাসীর ইজমা সহ অনেক ফিকহী মাসআলা বিশুদ্ধ সনদের আলোকে সংকলন করেন।

---

[৯৬] শারহুল আক্বীদাহ আত তাহাবীয়াহ, ১/১৮৮ পৃঃ।
[৯৭] বিস্তারিত দ্রঃ মানহাজুল ইমাম ফি ইছবাতিল আক্বীদাহ- ডঃ সউদ বিন আব্দুল আযীয আদ দা'জান।
[৯৮] আল ইনতিকা, ২৩, ২৪ পৃঃ।
[৯৯] তারতীবুল মাদারিক, ১/১৩৩ পৃঃ।
[১০০] আল্ ইনতিকা, ৩১ পৃঃ।
[১০১] তানাবীরুল হাওয়ালিক, ১/৭ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

তিনি দীর্ঘদিন সাধনার পর, কেউ বলেন চল্লিশ বৎসর সাধনার পর এ মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। সে সময় বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে হাদীসের গ্রন্থ 'মুয়াত্ত্বা' খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন : "কিতাবুল্লাহ অর্থাৎ কুরআন এর পরই সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ হল ইমাম মালিকের "মুয়াত্ত্বা"।[১০২] হ্যাঁ, সহীহ বুখারীর সংকলনের পূর্বে মুয়াত্ত্বাই সর্ব বিশুদ্ধ গ্রন্থ ছিল। অবশ্য এখন সহীহ বুখারী সর্ববিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থ।

২. "কিতাবুল মানাসিক", [১০৩]

৩. "রিসালাতুন ফিল কাদ্‌র ওয়ার্‌রাদ আলাল কাদারিয়া"।[১০৪]

৪. "কিতাব ফিন্নুজুমি ওয়া হিসাবি মাদারিয্‌যামানি ওয়া মানাযিলিল কামারি"।[১০৫]

৫. "কিতাবুস্‌সিররি"।[১০৬]

৬. "কিতাবুল মাজালাসাত"।[১০৭] ইত্যাদি সহীহ সনদে প্রমাণিত যে, এ সব ইমাম মালিক (রহ.)-এর সংকলিত ও রচিত গ্রন্থ। ইহা ছাড়াও আরো অনেক গ্রন্থ রয়েছে।[১০৮]

ইমাম মালিক (রহ.)-এর মৃত্যুবরণ : ইমাম মালিক (রহ.) ১৭৯ হিঃ রবিউল আউয়াল মাসে ৮৬ বছর বয়সে মদীনা মুনাওয়ারায় মৃত্যুবরণ করেন। এবং তাকে মদীনার কবরস্থান "বাকী"তে দাফন করা হয়।[১০৯] আল্লাহ তাঁকে রহম করুন এবং জান্নাতুল ফিরদাউসে স্থান দান করুন। আমীন!

---

[১০২] তারতীবুল মাদারিক, ১/১৯১-১৯৬ পৃঃ, আত্‌তামহীদ, ১/৭৬-৭৯ পৃঃ।
[১০৩] তায্‌ইনুল মামালিক, ৪০ পৃঃ, মালিক লি আমীন আল খাওলী, ৭৪৫ পৃঃ।
[১০৪] তারতীবুল মাদারিক, ১/২০৪ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নবালা, ৮/৮৮ পৃঃ।
[১০৫] তারতীবুল মাদারিক, ১/২০ ৫ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নবালা, ৮/৮৮ পৃঃ।
[১০৬] তারতীবুল মাদারিক, ১/২০৫ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নবালা, ৮/৮৯ পৃঃ।
[১০৭] তাযইনুল মামালিক, ৪০ পৃঃ, মালিক লি আমীন আল খাওলী, ৭৪৬ পৃঃ।
[১০৮] মানহাজু ইমাম মালিক ফি ইছবাতিল আকীদাহ, ৫১-৫৫ পৃঃ।
[১০৯] আত্‌তামহীদ, ১/৯২ পৃঃ, তারতীবুল মাদারিক, ২/২৩৭-২৪১ পৃঃ, সিয়ারু আলামিন্নবালা, ৮/১৩০-১৩৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম মালিক (রহ.) এর অবস্থান :

ইমামু দারিল হিজরাহ- মদীনার ইমাম মালিক বিন আনাস (৯৩-১৮৭ হিঃ) (রহ.)। হাদীসের জগতে প্রথমের দিকে উল্লেখযোগ্য সংকলণ "মুয়াত্তা" গ্রন্থের সংকলক ইমাম মালিক (রহ.)। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম মালিক (রহ.) এর অবস্থান এত দৃঢ় যে তিনি সুন্নাহর সংকলক, শিক্ষক এবং সুন্নাহর আহবায়ক। তিনিও অন্ধ অনুসরণের কোঠর প্রতিবাদ করেছেন এবং কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুসরণ অপরিহার্য করে দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে ইমামের কিছু মূল্যবান বক্তব্য নিম্নে প্রদত্ত হল।

১। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

"إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أُخْطِئُ وَأُصِيبُ، فَانْظُرُوْا فِيْ رَأْيِي، فَكُلُّ مَا وَافَقَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوْهُ، وَكُلُّ مَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوْهُ"

"আমি একজন মানুষ মাত্র। চিন্তা গবেষণায় ভুলও হয় আবার সঠিকও হয়। সুতরাং তোমরা আমার অভিমত পরীক্ষা করে দেখ, আমার যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে পাও তা গ্রহণ কর। আর যে অভিমত কুরআন ও সুন্নাহর অনুকূলে নেই তা প্রত্যাখ্যান কর।"[১৬৩]

ইমাম সাহেবের এ বক্তব্যে প্রমাণিত হয় যে, পালনীয় বিষয় হলো একমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস, কোন ব্যক্তির মত, পথ, মাযহাব ও তরীকাহ নয়। কারো ফাত্ওয়া যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী হয় তাহলে গ্রহণ যোগ্য হবে, তিনি যেই হন এবং যে মাযহাবেরই হন না কেন। আর যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী না হয় তাহলে তিনি

---

[১৬৩] ইবনু আব্দিল বার- আল জামি'- ২/৩২ পৃঃ, ইমাম ইবনু হাযাম- উসুলুল আহকাম- ৬/১৪৯ পৃঃ, ফুলানী ইকাযুল হিমাম- ৭২ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

যত বড়ই ইমাম ও মুজতাহিদ হন না কেন তার ফাত্ওয়া প্রত্যাখ্যান যোগ্য। ইহা শুধু ইমাম মালিক (রহ.) এর কথা নয় বরং ইমামে আযম, সাইয়্যেদুল মুরসালীন রাসূল মুহাম্মাদ ﷺ এর অমীয় বাণী, তিনি বলেন :

مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ

"যে ব্যক্তি ইসলামে এমন নতুন কিছুর আগমণ ঘাটাবে যা ইসলামে (কুরআন ও সহীহ হাদীসে) ছিল না তা প্রত্যাখ্যান যোগ্য।"[১৬৪]

২। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

لَيْسَ أَحَدٌ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِلاَّ وَيُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِ وَيُتْرَكُ إِلاَّ النَّبِي ﷺ

"সকল ব্যক্তির কথা হয় গ্রহণীয় অথবা বর্জনীয়, শুধু নাবী ﷺ এর সকল কথাই গ্রহনীয়, কোন বর্জনীয় নয়।"[১৬৫]

অর্থাৎ শুধুমাত্র নাবী ﷺ এর সকল দানী কথা ওয়াহী ভিত্তিক হওয়ায় গ্রহণযোগ্য, আর সাহাবী, তাবেঈ, ও কোন ইমাম বা আলিম সমাজের কথা যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী হয় তাহলে গ্রহণযোগ্য, আর যদি কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী হয় তাহলে অবশ্যই বর্জনীয়। সুতরাং কোন ইমাম বা আলিমের কথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে যাচাই ছাড়াই অন্ধ অনুকরণ করা সংগত কাজ নয়।

৩। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

قال ابن وهب : سمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجلين في الوضوء؟ فقال : ليس ذلك على الناس. قال : فتركته حتى خف الناس، فقلت له : عندنا في ذلك سنة، فقال : وما هي؟ قلت: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد القرشي قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلك بخنصره ما بين أصابع رجليه، فقال : إن هذا الحديث حسن، وما سمعته قط إلا الساعة ثم سمعته بعد ذلك يسأل، فيأمر بتخليل الأصابع.

---

[১৬৪] সহীহুল বুখারী হা: নং ২৬৯৭, সহীহ মুসলিম হা: নং-৪৪৬৭।

[১৬৫] ইবনু আব্দিল বার- আল জামি'- ২/৯১পৃ:, ইবনু হাযাম- উসূলুল আহকাম- ৬/১৪৫,১৭৯ পৃ:।

www.WaytoJannah.Com

Contents

"ইবনু ওয়াহাব হতে বর্ণিত তিনি বলেন : আমি শুনেছি ইমাম মালিক (রহ.) কে জিজ্ঞাসা করা হল ওযুর সময় পায়ের আঙ্গুল খিলাল করা সম্পর্কে? তিনি উত্তরে বললেন: ওযূর মধ্যে এমন কোন নিয়ম নেই। ইবনু ওয়াহাব বলেন : আমি একটু অপেক্ষা করলাম মানুষ চলেগেলে ইমাম সাহেবকে বললাম : পায়ের আঙ্গুল খেলাল করার ব্যাপারে আমাদের কাছে হাদীস রয়েছে। ইমাম বললেন : তা কি? আমি বললাম : লাইছ বিন সা'দ ..... মুসতাওরিদ বিন শাদ্দাদ আল কুরাশী বলেন : "আমি রাসূল ﷺ কে হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে পায়ের আঙ্গুলের মাঝে খেলাল করতে বা ভাল ভাবে ডলতে দেখেছি।"

ইমাম (রহ.) বলেন : এ হাদীসটি হাসান, তবে আমি এখন ছাড়া এর পূর্বে কখনও এ হাদীস শুনিনি। ইবনু ওয়াহাব বলেন : এর পরবর্তীকালে ইমাম সাহেবকে ঐপ্রশ্ন করা হলে তিনি উক্ত হাদীসের আলোকে আঙ্গুল খেলাল করার নির্দেশ দিতেন।"[১৬৬]

উল্লেখ্য যে, ইমাম মালিক (রহ.) এর ফাত্ওয়া হাদীস বিরোধী ছিল, কিন্তু তখন তিনি ঐ হাদীসটি জানতেন না। যখনই হাদীস জানলেন এবং তা হাসান বা সহীহ নিশ্চিত হলেন সাথে সাথে নিজের পূর্ব অভিমত বর্জন করে হাদীস অনুযায়ী ফাত্ওয়া প্রদান শুরু করলেন। সহীহ হাদীস পাওয়ার পর নিজের মতের উপর কোন গোঁড়ামি প্রকাশ করলেন না। এরূপই হবে আল্লাহভীরু ও তাঁর রাসূলের ﷺ অনুসারীর অবস্থান, তারা কখনও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ মতের উপর কোন ব্যক্তি এমনকি নিজের মতকেও প্রাধন্য দিতে পারে না। পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ মতের উপর নিজের বা কোন ব্যাক্তি ও দলের মতকে প্রধান্য দিবে তারা আসলে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ প্রতি পূর্ণ ঈমানদার ও আনুগত্যশীল হতে পারে না।

৪। ইমাম মালিক (রহ.) বলেন :

مَنْ ابْتَدَعَ بِدْعَةً يَرَاهَا حَسَنَةً، فَقَدْ زَعِمَ أَنَّ مُحَمَّدًا ﷺ خَانَ الرِّسَالَةَ، لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ :

---

[১৬৬] ইবনু আবি হাতিম- মুকদ্দামাতুল জারহ ওয়াত তা'দীল- ৩১,৩২ পৃ:, ইমাম বাইহাকী- সুনান- ১/৮১ পৃ:।

www.WaytoJannah.Com

Contents

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....﴾

"যে ব্যক্তি কোন বিদআত চালু করে এবং মনে করে ইহা ভাল কাজ, সে যেন দাবী করে যে, মুহাম্মাদ ﷺ রিসালাতের খিয়ানাত করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। কেননা আল্লাহ তা'আলা রাসূলের জীবদ্দশায় বলেন : "আজ আমি তোমাদের দ্বীনকে পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার নিয়ামতকে সম্পূর্ন করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করে নিলাম।" [মায়িদা-৩]

রাসূলের জীবদ্দশায় যা দ্বীন বলে গন্য হয়নি আজও তা দ্বীন বলে গণ্য হবে না।"[১৬৭]

অর্থাৎ রাসূল ﷺ এর জীবদ্দশায় আল্লাহ তা'আলা ইসলামকে পূর্ণতা রূপদান করেছেন এবং তিনি ﷺ তাঁর পূণ ইসলামের রিসালাত সঠিক ভাবে প্রচার করেছেন এর পরও যদি কেউ নতুন ইবাদাত আবিস্কার করে যা রাসূল ﷺ এর যুগে ছিলনা এতে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের এ ইবাদাত রাসূল ﷺ প্রচার করেন নি। তাই তিনি রিসালাতের খিয়ানত করেছেন, (নাউযুবিল্লাহ)। ইমাম সাহেব এ বক্তব্যের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চান যে, ইসলামের সব কিছু রাসূল ﷺ এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অতএব একমাত্র তাঁর অনুসরণ করেই ইসলাম পালন করতে হবে। অন্য কোন ইমাম, দরবেশ, পীর বা মাযহাব ও তরীকা নয়। আল্লাহ আমাদের এ তাওফীক দান করুন, আমীন!

---

[১৬৭] ইমাম শাতবী- ই'তিসাম- ১/৩৩ পৃ:, "মানহাজ ইমাম মালিক ফি ইছবাতিল আকীদাহ"- ৯৯ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচিপত্র

নাম, উপনাম ও বংশ পরিচয়

জন্ম,প্রতিপালন ও শিক্ষাজীবন

শিক্ষাসফর

মদীনা সফর

ইরাক সফর

মিসর দেশে সফর

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রসংশা

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর রচিত গ্রন্থাবলী

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর আক্বীদাহ-বিশ্বাস

ইমাম শাফেয়ী (রহ:)-এর ইন্তেকাল

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম শাফেয়ীর অবস্থান

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ পরিচয় : নাম : মুহাম্মদ, পিতা ইদ্রিস, দাদা আব্বাস, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ্, বংশ নামা : মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস বিন আব্বাস বিন উসমান বিন শাফি'----- আল কুরাশী আল শাফেয়ী আল মাক্কী।[১১০] ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর বংশ- কুরাইশ বংশের অন্যতম "আব্দে মানাফ বিন কুসাই" এর কাছে মিলিত হয়েছে, তাই ইমাম শাফেয়ীর বংশের মূল এবং রাসূল ﷺ-এর বংশ একই। এ জন্য তিনি আল-মুত্তালাবী বলে পরিচিত, তিনি কুরাইশ বংশের তাই কুরাশী এবং তাঁর দাদা "শাফে" (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) সাহাবী এর দিকে সম্পৃক্ত করায় শাফেয়ী, মক্কায় প্রতিপালিত হওয়ায় মাক্কী বলে পরিচিতি লাভ করেন।[১১১]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর উপাধি হল, "নাসিরুল হাদীস" হাদীসের সাহায্যকারী বা সহায়ক, কারণ হাদীস সংগ্রহ, সংকলন, বিশেষ করে হাদীসের যাচাই-বাছাইয়ে তিনি সর্ব প্রথম অবদান রাখেন, তিনিই সর্ব প্রথম হাদীস শাস্ত্রের নীতিমালা প্রণয়নে কলম ধরেন "আররিসালাহ ও আল উম্ম" গ্রন্থদ্বয়ে। অতঃপর সে পথ ধরেই পরবর্তী ইমামগণ অগ্রসর হন।[১১২]

জন্ম, প্রতিপালন ও শিক্ষা জীবন : সকল ঐতিহাসিকের মতে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ১৫০ হিঃ সনে জন্ম গ্রহণ করেন, যে সনে ইমাম আবূ হানীফাহ (রহ.) ইন্তেকাল করেন।[১১৩]

ইমামের জন্মস্থান সম্পর্কে কিছু মতামত পরিলক্ষিত হয় কেউ বলেন গাযা নামক স্থানে,[১১৪] কেউ বলেন আসকালান শহরে[১১৫] আবার কেউ

---

[১১০] তাওয়াল্লী তাসীস, ৩৪ পৃঃ, তাযকিরাতুল হুফ্ফায, যাহাবী, ১/৩২৯ পৃঃ, সিয়ার আলামুন্নুবালা, ১০/৫ পৃঃ, তাহযীবুত্তাহযীব, ৯/২৫ পৃঃ, ম'জামুল উদাবা, ৬/৩৬৭ পৃঃ, হুলিয়াতুল আউলিয়া, ৬/৬৩ পৃঃ ইত্যাদি।

[১১১] আল ইসাবাহ, ২/১১ পৃঃ, তাওয়াল্লী তাসীস, ৩৭ পৃঃ, তারীখে বাগদাদ, ২/৫৮ পৃঃ।

[১১২] মানাকিব বাইহাকী, ১/৪৭২ পৃঃ, তাওয়াল্লী তাসীস, ৪০ পৃঃ, তাইসীর মুসতালাহিল হাদীস, ১০ পৃঃ।

[১১৩] তাওয়াল্লী তাসীস, ৫২ পৃঃ।

[১১৪] মানাকিব বায়হাকী, ২/৭১ পৃঃ।

[১১৫] আদাবুশ্‌শাফেয়ী, ২১, ২২, ২৩ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

বলেন ইয়ামান দেশে।[১১৬] এ মতবিরোধের সমাধানে ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী (রহ.) বলেন : গাযা ও আসকালান এ দু'টি পাশাপাশি এলাকা, মূলতঃ আসকালান প্রসিদ্ধ নগরী এরই অন্তর্গত (তৎকালীন) একটি এলাকা/গ্রাম গাযা সেখানেই ইমাম শাফেয়ী জন্মলাভ করেন, তাঁর মা ছিলেন ইয়ামানের প্রসিদ্ধ "আয্‌দিয়্যাহ" গোত্রের, তাই জন্মের দু'বছর পর ছেলে ইয়াতীম হয়ে যাওয়ায় মা ছেলেকে নিয়ে প্রিত্রিকূল ইয়ামানে চলে যান। কয়েক বছর পরেই ইমামের বাবার বংশ কুরাইশ বংশের সম্পর্ক দৃঢ় করার লক্ষ্যে আবার মক্কায় পাড়িজমান। অতএব ইমাম শাফেয়ীর জন্মস্থান সম্পর্কে আর কোন মতভেদ থাকেনা।[১১৭]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ছোট কালেই পিতাকে হারিয়ে ইয়াতীম হয়ে যান, পিতার মৃত্যুর পর অভিভাবকহীনতা ও দারিদ্রতা ইত্যাদি নানা সমস্যার সম্মুখীন হন, পিতা মারা গেলে বিচক্ষণ মা তাকে দু'বছর বয়সে মক্কার পার্শ্ববর্তী নিয়ে আসলে তিনি কুরআন মুখস্ত করায় মনোনিবেশ হন এবং সাত বছর বয়সেই সম্পূর্ণ কুরআন মুখস্ত করেন।[১১৮] তিনি নিজেই বলেন : আমি যখন মায়ের কাছে ইয়াতীম অসহায়, শিক্ষক দেয়ার মত মায়ের কাছে কিছু নেই এমতাবস্থায় শিক্ষক এর স্থলাভিষিক্তে দায়িত্ব পালনশর্তে পড়াতে রাযি হলে আমি তার কাছে কুরআন মুখস্ত খতম করলাম। অতঃপর মাসজিদে বিভিন্ন আলিমদের কাছে বসে হাদীস ও মাসআলা মুখস্ত করতে লাগলাম এবং কিছু বিষয় হাড়ের টুকরায় লিখে রাখতাম।[১১৯]

তিনি আরো বলেন : আমার বয়স যখন প্রায় দশ বছর তখন মক্কায় জ্ঞান চর্চায় ব্যস্ত থাকা দেখে আমার এক আত্মীয় আমাকে বললেন : তুমি একাজ কর না বরং অর্থ উপার্জনের পথধর। তিনি বলেন আমি তার কথায় কান দিলাম না বরং শিক্ষা ও জ্ঞান চর্চায় আমি আরো মগ্ন হলাম ফলে আল্লাহ আমাকে এসব জ্ঞান দান করেছেন।[১২০]

---

[১১৬] আদাবুশ্‌শাফেয়ী, ২১, ২২, ২৩ পৃঃ।
[১১৭] তাওয়াল্লী তাসীস, ৫১, ৫২ পৃঃ।
[১১৮] মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ, ১/২৩ পৃঃ।
[১১৯] তাওয়াল্লী তাসীস, ৫৪ পৃঃ।
[১২০] তাওয়াল্লী তাসীস, ৫৩ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

Contents

তিনি ছোট কাল হতে শিক্ষানুরাগী এবং কঠোর জ্ঞান সাধনার ফলে সাত বছরে কুরআনের হাফেয এবং দশ বছরে মুয়াত্তা হাদীস গ্রন্থ হিফয করে পনের বা আটার বছর বয়সে ফাতাওয়া প্রদান শুরু করেন। সাথে সাথে মক্কায় আরবী পণ্ডিতদের কাছে আরবী কবিতা ও ভাষা জ্ঞানে পূর্ণ পাণ্ডিত্ব লাভ করেন।[১২১]

শিক্ষা সফর : মহা মনীষী জ্ঞানপিপাসু ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর এক ব্যক্তি বা অঞ্চল হতে জ্ঞান শিক্ষা করে পিপাসা নিবারণ হয়নি, তাই তিনি এক ব্যক্তি হতে আরেক ব্যক্তি এবং এক অঞ্চল হতে আরেক অঞ্চলে জ্ঞানারহনে ভ্রমণ করেছেন, সাথে সাথে দ্বীন ও জ্ঞান প্রচার ও প্রসারেরও কোন কমতি হয়নি।

মদীনা সফর : সর্ব প্রথম তিনি মদীনা সফর করেন এবং মদীনার ইমাম, ইমাম মালিকের সংকলিত গ্রন্থ মুয়াত্তা মুখস্ত করে তাঁকে শুনান, ইমাম শাফেয়ীর ছোট বয়সে এই প্রজ্ঞা ও প্রতিভা দেখে তিনি অভিভূত হন। ইমাম মালিক (রহ.) যত দিন বেঁচে ছিলেন ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ততদিন তাঁর সঙ্গ ছেড়েন নি, তাই মুয়াত্তা ছাড়াও আরো অনেক কিছু তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করেন।[১২২]

মদীনার পর তিনি ইয়ামানে শিক্ষার উদ্দেশ্যে বের হন। সেখানে শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। জনসমাজে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়লে তিনি বিদ্বেষিদের চক্রান্তে পড়েন, ফলে তিনি ইয়ামান ত্যাগ করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন।[১২৩]

ইরাক সফর : ইমাম শাফেয়ী ইরাকে দু'বার সফর করেন, প্রথমবার রাজনৈতিক কারণে খলীফা হারুনুর রশীদ তাঁকে ইরাকে জোরপূর্বক পাঠান, যেভাবেই হোক, সেখানে গিয়ে তিনি ইরাকের প্রসিদ্ধ জ্ঞানীদের নিকট শিক্ষা সমাপন করে আবার মক্কায় ফিরে আসেন এবং পূর্ণদমে দরস-তাদরীস ও ইসলাম প্রচার-প্রসারের কাজে একটানা নয় বছর আত্মনিয়োগ করেন।[১২৪]

---

[১২১] আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ১০/২৬৩ পৃঃ।
[১২২] তাওয়াল্লী তাসীস, ৫৪ পৃঃ।
[১২৩] মানহাজ ইমাম শাফেয়ী ফিল আকীদা, ১/২৯ পৃঃ।
[১২৪] মানহাজুল ইমাম শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ্- ১/৪৩ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

অতঃপর ১৯৫ হিঃ ইমাম শাফেয়ী আবারো ইরাক সফর করেন, তবে এ সফর পূর্বের ইরাক সফর হতে অনেক ভিন্ন ছিল, প্রথম সফর ছিল জ্ঞান শিক্ষা গ্রহণের আর এ সফর হলো শিক্ষা গ্রহণ পাশাপাশি শিক্ষাদানের জন্য। ইমাম বায়হাকী (রহ.) স্বীয় সনদে আবূ ছাওর হতে বর্ণনা কারেন, তিনি বলেন, যখন ইমাম শাফেয়ী ইরাকে আসলেন তখন রায়পন্থী (আহলুর রায়) হুসাইন কারাবিসী আমার কাছে আসলেন এবং বললেন যে, আমাদের মাঝে একজন হাদীস পন্থী (আহলে হাদীস) এসেছেন চল আমরা তার কাছে গিয়ে একটু হাসি-ঠাট্টা করি।

আবূ ছাওর বলেন : আমরা তাঁর কাছে গেলাম, হুসাইন ইমামকে এক মাসআল জিজ্ঞাসা করলেন, জবাবে ইমাম সাহেব "আল্লাহ তা'আলা বলেন এবং রাসূল ﷺ বলেন" এভাবে প্রচুর কুরআন ও হাদীসের উদ্ধৃতি উপস্থাপনের মাধ্যমে জবাব দিতে থাকলেন এভাবে রাত হয়ে গেল, তখন আমরা তাঁর কুরআন ও হাদীসের অগাধ পাণ্ডিত্ব দেখে আশ্চর্য হলাম, শেষটায় আমাদের রায় ও কিয়াসের বিদ'আত বর্জন করে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে তাঁর আনুগত্য স্বীকার করলাম।[১২৫] এ সফরেই ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) ইমাম শাফেয়ীর সাক্ষাৎ করেন।

মিসর দেশে সফর : ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইরাকে অবস্থান যেমনি প্রশংসনিয়, তেমনি আবার অপরদিক হতে কালো মেঘ নেমে আসতে লাগল। মুতাযিলা আলিমরা রাজনৈতিক প্রাঙ্গণ দখল করায় খলীফা হারুণসহ সে সময়ের আব্বাসীয় খলীফাগণ ফালসাফা ও তর্কবিদ্যা-মানতিকে প্রভাবিত হয়ে কুরআন মাখ্‌লুক (সৃষ্ট) ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ করে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমাম- ইমাম আহমাদ, ইমাম শাফেয়ী এবং যারা বিদ'আত মুক্ত সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসের ধারক-বাহক তাদের উপর নির্যাতন শুরু করে, যার ফলে বাধ্য হয়ে ইমাম শাফেয়ী ইরাক ত্যাগ করে মিসরে পারি জমান।[১২৬]

মিসরে আগমন করলেই মিসরবাসী সানন্দে সাগতম জানান, মিসরের বড় মসজিদ - আমর বিন আল আস মসজিদে কিছু আলোচনা পেশ করলে

---

[১২৫] মানাকিব বাইহাকী- ১/২২০ পৃঃ।

[১২৬] মানাকিব বাইহাকী, ১/৪৬৩-৪৬৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

সকলেই তাঁর আলোচনায় মুগ্ধ হয়ে যান, এবং তারা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, মিসরের বুকে এমন প্রতিভাবান ব্যক্তির কখনও আগমন ঘটেনি, যিনি কুরাইশ বংশোদ্ভুত, যার সালাতের ন্যায় উত্তম সালাত আদায় করতে কাউকে দেখিনি, যার চেহারার ন্যায় সুন্দর চেহারা খুব কমই আছে, যার বক্তব্য ও বাচন ভঙ্গির মত আকর্ষণীয় ও শ্রুতিমধুর কাউকে দেখিনি।[১২৭]

তাঁর হাদীস গবেষণা ও চর্চায় যারা হানাফী বা মালিকী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন, তার অনেকেই হাদীসের আলোকে ইসলাম চর্চার সুযোগ লাভে ধন্য হন। ইমাম শাফেয়ী জীবনের শেষ পর্যন্ত মিসরেই অবস্থান করেন এবং তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসমূহ সেখানেই সংকলন করেন।[১২৮]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) স্বীয় যুগে বিভিন্ন দেশে অগণিত আলিম হতে শিক্ষালাভ করেন, ইমাম বায়হাকী, ইবনু কাছীর, মিয্যী, মুযানী ও ইবনু হাজার আসকালীন স্বীয় গ্রন্থসমূহে ইমামের শিক্ষক বৃন্দের বিস্তারিত অলোচনা করেছেন তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হল ঃ[১২৯]

(১) ইমাম সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহ.) (মৃতঃ ১৯৮ হিঃ) (মাক্কী)।

(২) ইমাম ইসমাঈল বিন আব্দুল্লাহ (রহ.) (মৃতঃ ১৭০ হিঃ) (মাক্কী)।

(৩) ইমাম মুসলিম বিন খালিদ (রহ.) (মৃতঃ ১৭৯ হিঃ) (মাক্কী)।

(৪) ইমাম মালিক বিন আনাস (রহ.) (মৃতঃ ১৭৯ হিঃ) (মাদানী)।

(৫) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাইল (রহ.) (মৃতঃ ২০০ হিঃ) (মাদানী)।

(৬) ইমাম হিশাম বিন ইউসুফ (রহ.) (মৃতঃ ১৯৭ হিঃ) (ইয়ামানী)।

(৭) ইমাম ওয়াকী বিন আল জাররাহ্ (রহ.) (মৃতঃ ১৯৭ হিঃ) (কুফী)।

এ ছাড়াও আরো অসংখ্য বিদ্বান ইমাম শাফেয়ীর শিক্ষক ।

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্রবৃন্দ : ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ছাত্র হওয়ার যারা সৌভাগ্য লাভ করেছেন তাদেব সংখ্যা ও বর্ণনা দেয়া

---

[১২৭] মানাকিব বাইহাকী, ২/২৮৪ পৃঃ।

[১২৮] মানাকিব বাইহাকী, ২/২৯১ পৃঃ।

[১২৯] আল বিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ, ১০/২৬৩ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

অসম্ভব, কারণ তিনি যে দেশেই ভ্রমণ করেছেন এবং শিক্ষার আসরে বসেছেন সেখানেই অগণিত ছাত্র তৈরী হয়েছে, নিম্নে কয়েকজন প্রসিদ্ধ ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হলঃ

(১) ইমাম রাবী বিন সুলায়মান আল মাসরী।

(২) ইমাম ইসমাঈল বিন ইয়াহইয়া আল মুযানী আল মাসরী।

(৩) ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ্ আলফাকীহ আল মাসরী।

(৪) ইমাম আবূ ইয়াকূব ইউসুফ বিন ইয়াহইয়া আল মাসরী।

(৫) ইমাম আবুল হাসান বিন মুহাম্মদ আয্যাফরানী।

এ ছাড়া অগণিত, অসংখ্য ছাত্র রয়েছে যাদের সঠিক সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন।[১৩০]

ইমাম শাফেয়ী সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা : সত্যকে সত্য বলাই হলো ন্যায় বিচার, ইমাম শাফেয়ীর জ্ঞান, প্রজ্ঞা, আল্লাহ ভীরুতা ও সত্যের দাওয়াতের যথার্থতা বর্ণনায় কেউ কম করেন নি, যারা ন্যায়কে ন্যায় বলেছেন তন্মধ্যে :

(১) ইমামুল মাদীনাহ- ইমাম মালিক (রহ.) বলেন : "আমি এ যুবক (ইমাম শাফেয়ী)-এর মত অধিক বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান আর কোন কোরাইশীকে পাইনি।"[১৩১]

(২) ইমাম আবূল হাসান আয্যাফরানী বলেন : "আমি ইমাম শাফেয়ীর ন্যায় অধিক সম্মানী, মর্যাদাশীল, দানশীল, আল্লাহ ভীরু দ্বীনদার ও অধিক জ্ঞানী আর কাউকে দেখিনি।"[১৩২]

(৩) ইমাম ইসহাক বিন রাহ্উয়াহ (রহ.) বলেন : আমি ইমাম আহমাদ (রহ.) সহ মক্কায় ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর কাছে গেলাম, তাঁকে বেশ কিছু জিজ্ঞাসা করলাম তিনি খুব ভদ্রতার সাথে সাবলীল ভাষায় প্রশ্নের জবাব দিলেন। অতঃপর আমাদের চলে আসার সময় একদল কুরআনের

---

[১৩০] মানাকিব বাইহাকী, ২/৩২৪ পৃঃ। তাহযীবুল কামাল, ৩/১১৬১।
[১৩১] তাওয়াল্লী তাসীস, ৭৪ পৃঃ।
[১৩২] তাওয়াল্লী তাসীস, ৮০ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

আলিম বললেন : ইমাম শাফেয়ী হলেন স্বীয় যুগে কুরআনের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী জ্ঞানী মানুষ।" ইমাম ইসহাক বলেন : আমি যদি তাঁর কুরআনের পাণ্ডিত্ব সম্পর্কে আগে অবগত হতাম তাহলে তাঁর কাছে শিক্ষার জন্য থেকে যেতাম।"[১৩৩]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর রচিত গ্রন্থাবলী : প্রসিদ্ধ চার ইমামের মধ্যে ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর গ্রন্থাবলী সর্বাধিক, অতঃপর ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর। ইমাম শাফেয়ী অসংখ্য গ্রন্থ রেখে গেছেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন-

(১) "কিতাবুল উম্ম" মূলতঃ এটি একটি হাদীসের গ্রন্থ, যা ফিকহী পদ্ধতিতে স্বীয় সনদসহ সংকলন করেছেন, এটি একটি বিশাল গ্রন্থ। যাহা ৯টি বড় ভোলিয়মে প্রকাশিত।

(২) "আর রিসালাহ" এটা সেই গ্রন্থ যাতে ইমাম শাফেয়ী উসূলে হাদীস ও উসূলে ফিকহে সর্বপ্রথম কলম ধরেছেন।

(৩) "আহকামুল কুরআন"।

(৪) "ইখতিলাফুল হাদীস"।

(৫) "সিফাতুল আমরি ওয়ান্নাহী"।

(৬) "জিমাউল ইলম"।

(৭) "বায়ানুল ফারয"।

(৮) "ফাযাইলু কুরাইশ"।

(৯) "ইখতিলাফুল ইরাকিঈন"।

(১০) ইখতিলাফু মালিক ওয়া শাফিয়ী। ইত্যাদি আরো বহু গ্রন্থ রয়েছে।[১৩৪]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর আকীদাহ্-বিশ্বাস : ইমাম শাফেয়ী (রহ.) আহ্‌লিস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমাম, যিনি ছিলেন কুরআন ও সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী, আকীদাহ্-বিশ্বাস, আমল-আখ্‌লাক, ইবাদাত-বন্দেগী সকল ক্ষেত্রে তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে কুরআন ও সুন্নাহ্‌কে প্রাধান্য দিতেন

---

[১৩৩] তাওয়াল্লী তাসীস, ৯০ পৃঃ।

[১৩৪] তাওয়াল্লী তাসীস, ১৫৪ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

এবং আঁকড়েয় ধরতেন, তিনি কালাম পন্থী যুক্তিবাদী বিদ'আতীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন, অনুরূপ রায় ও কিয়াস পন্থীদেরও বিরোধী ছিলেন। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের আকীদাহ্-বিশ্বাসই ইমাম শাফেয়ীর আকীদাহ্-বিশ্বাস। এতে কোনই বৈপিরিত্য নেই।[১৩৫]

ইমাম শাফেয়ী (রহ.)-এর ইন্তেকাল ঃ ইমাম শাফেয়ীও (রহ.) আল্লাহর নিয়মের বাইরে নন, একই নিয়মে তিনিও এসেছেন আবার সব কিছু রেখে আল্লাহর আহবানে সারা দিয়ে ২০৪ হিজরীর রজব মাসের শেষ দিন জুমআর রাত্রিতে পৃথিবী হতে বিদায় গ্রহণ করেন।[১৩৬] আল্লাহ্ তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন!

---

[১৩৫] ইমাম শাফেয়ীর আকীদাহ-বিশ্বাস বিস্তারিত দ্রঃ "মান্‌হাজ আল ইমাম আশ শাফেয়ী ফি ইছবাতিল আকীদাহ্" - ডঃ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল আকীল।

[১৩৬] তাওয়াল্লী তাসীস, ১৭৯ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর অবস্থান

উসূল শাস্ত্রের প্রবর্তক ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইদ্‌রীস আশ্‌শাফেয়ী (১৫০-২০৪ হিঃ) রহ.। সুন্নাহকে সচ্ছ ও নিস্কলুষ রাখার নীতিমালা মুস্ত ালাহুল হাদীস এর আবিস্কারক এবং অসূলুত তাফসীর ও উসূলুল ফিকহ এর রূপকার, ভাষাবীদ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) একই ভাবে অন্ধ অনুস্বরণের দাফন করে ইসলামী জীবনে পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর নির্ভরশীল আদর্শ গড়ার লক্ষ্যে যে সব মূল্যবান উপদেশ প্রদান করেছেন নমুনা স্বরূপ নিম্নে কিছু প্রদত্ত হল:

১। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

"কোন বিষয়ে যখন সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে জেনে রেখ সেটাই (সহীহ হাদীসই) আমার মাযহাব বা মত ও পথ।"[১৬৮]

২। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

إِذَا وَجَدْتُمْ فِيْ كِتَابِي خِلاَفَ سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَقُوْلُوْا بِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَدَعُوْا مَا قُلْتُ، وفي رواية: فَاتَّبِعُوْهَا، وَلاَ تَلْتَفِتُوْا إِلى قَوْلِ أَحَدٍ.

"যখন তোমরা আমার কোন কিতাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর সুন্নাহর বিপরীত কিছু পাবে তখন এবং রাসূলুল্লাহর ﷺ সুন্নাহ অনুযায়ী ফাত্‌ওয়া দাও। অন্য বর্ণনায় রয়েছে : তোমরা রাসূলের ﷺ সুন্নাহ অনুসরণ কর, অন্য কারো কথার প্রতি ভ্রুক্ষেপ কর না।"[১৬৯]

যার আল্লাহ তা'আলা ও আখিরাতের প্রতি পূর্ণ ঈমান রয়েছে এবং রাসূলের ﷺ প্রতি রয়েছে পূর্ণ শ্রদ্ধা ও অনুসরণ। তিনিই কেবল

---

[১৬৮] ইমাম আননাওয়াবী- আল মাজমু'-১/৬৩ পৃঃ, আশশা'রানী- আলমীযান ১/৫৭ পৃঃ, শায়খ আল ফুলানী- ইকাযুল হিমাম- ১০৭ পৃঃ।

[১৬৯] ইমাম আননাওয়াবী আল মাজমু'-১/৬৩ পৃঃ, আল হারাবী- যাম্মুল কালাম-১/৪৭ পৃঃ, আল খাতীব- ইহতিজাজ বিশশাফেয়ী-২/৮ পৃঃ, শায়খ আল ফুলানী- ১০০পৃঃ, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিল- ই'লামুল মুয়াক্কিয়ীন-২/৩৬১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

এরূপ ঘোষণা দিতে পারেন। এরূপ ঘোষণার পরও যদি কেউ সুন্নাহ বর্জন করে ইমামদের অন্ধ অনুসরণ করে থাকে নিশ্চয়ই এটা এক অহমিকা এবং ইমামদের প্রতি যুল্মপূর্ণ আচরণ ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদের হিদায়াত দান করুন, আমীন!

৩। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) ইমাম আহমাদকে (রহ.) বলেন :

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِالْحَدِيْثِ وَالرِّجَالِ مِنِّي، فَإِذَا كَانَ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ فَأَعْلِمُوْنِيْ بِهِ أَيُّ شَيْءٍ يَكُوْنُ كُوْفِيًّا أَوْ بَصْرِيًّا أَوْ شَامِيًّا، حَتَّى أَذْهَبَ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ صَحِيْحًا.

"আপনারা আমার চেয়ে হাদীস এবং সনদ সম্পর্কে বেশী অবগত রয়েছেন, অতএব কোন সহীহ হাদীসের সন্ধান পেলে আমাকে জানাবেন কুফী, বাসরী ও শামী যেই হোক না কেন সহীহ হাদীসের জন্য আমি তার কাছে যেতে প্রস্তুত।"[১৭০]

কুফী, বাসরী ও শামী- যে স্থান এবং যে গোষ্টিরেই হোকনা কেন? তা লক্ষনীয় নয়, লক্ষনীয় হলো হাদীস সহীহ কি না? সহীহ হলে অপর দল, গোত্র ও দেশ থেকে হলেও তা গ্রহণ করতে হবে। আর সহীহ না হলে নিজের মত ও দলের হলেও পরিত্যাজ্য কখনও গ্রহনীয় নয়। এ নীতিই হলো ইমামুস সুন্নাহ ইমাম শাফেয়ী (রহ.) এর সুন্নাহ অনুসরণে সঠিক ও দৃঢ় অবস্থান। এরূপই হওয়া উচিত সকল আল্লাহভীরু মুসলিমের অবস্থান। আল্লাহ তাওফীক দান করুন।

৪। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

كُلُّ مَسْأَلَةٍ صَحَّ فِيْهَا الْخَبَرُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عِنْدَ أَهْلِ النَّقْلِ بِخِلَافِ مَاقُلْتُ، فَأَنَا رَاجِعٌ عَنْهَا فِي حَيَاتِي وَبَعْدَ مَوْتِي.

---

[১৭০] ইবনু আবি হাতিম-আদাবুশ্‌শাফেয়ী-৯৪,৯৫ পৃঃ, আবূ নাঈম- আল হুলিয়্যাহ-৯/১০৬ পৃঃ, আল খাতীব-আল্ ইহতিজাজ ১/৮ পৃঃ, ইবনু আব্দিল বার- আল ইনতিকা-৭৫ পৃঃ, আল আলবানী সিফাতু সালাতিন্নাবী-৫১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.Com

" আমার জীবদ্যশায় অথবা মৃত্যুর পরে যে সমস্ত মাসআলায় আমার ফাতওয়ার বিপরীত মুহাদ্দিসগণের নিকট সহীহ হাদীস প্রমানিত হয়েছে ঐসব মাসআলায় আমার মত প্রত্যাহার করে (হাদীস গ্রহণ করে) নিলাম।"[১৭১]

মহামতি ইমামদের এরূপ স্পষ্ট ঘোষণার পরও নির্বোধ ব্যক্তি ছাড়া কেও তাঁদের হাদীস বিরোধী ফাতওয়ার অন্ধঅনুসরণ করতে পারে না।

৫। ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

كُلُّ مَا قُلْتُ فَكَانَ عَنِ النَّبِى ﷺ خِلاَفَ قَوْلِيْ مِمَّا يَصِحُّ، فَحَدِيْثُ النَّبِي ﷺ أَوْلى فَلاَ تُقَلِّدُوْنِي.

"আমি যে সব ফাতওয়া দিয়েছি এর বিপরীত নাবী ﷺ হতে সহীহ হাদীস প্রমাণিত হলে নাবী ﷺএর হাদীসই গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য পাবে, অতএব আমার কোন অন্ধানুকরণ কর না।"[১৭২]

ইহা ছাড়াও ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) আরো অনেক মূলবান উপদেশ রয়েছে, বরং ইমাম শাফেয়ীর (রহ.) এরূপ বক্তব্যই সবচেয়ে বেশী ও স্পষ্ট। ইহা প্রমাণ করে যে, তাঁর কোন ফাতওয়া সহীহ হাদীস বিরোধী হলে তা অবশ্যই তাঁর অজানাবস্থায়। এর পরেও সে ফাতওয়ার কেউ যেন অন্ধানুসরণ কারী না হয় এ জন্য সে সমস্ত ফাতওয়া হতে অগ্রীম তাঁর মত প্রত্যাহার করেছেন এবং অন্ধানুসরনের তিব্র প্রতিবাদ করেছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূর্ণ জাযায়ে খাইর দান করুন এবং আমাদের সঠিক হিদায়াত দান করুন। আমীন!

---

[১৭১] ইবনু আবি হাতিম- আদাবুশশাফেয়ী-৯৩ পৃ:, আবূ নাঈম- আল হুলিয়্যাহ-৯/১০৬ পৃ:, আল-আলবানী- সিফাতু সালাতিন্নাবী ﷺ-৫২পৃ:।

[১৭২] ইবনু আবি হাতিম- আদাবুশ শাফেয়ী-৯৩ পৃ:, আবূ নাঈম- ইত্যাদি, আল-আলবানী- সিফাতুসালাতিন্নাবী-৫২প:।

www.WaytoJannah.Com

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহ.) এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

সূচিপত্র

নাম, উপনাম ও বংশ পরিচয়

জন্ম ও প্রতিপালন

শিক্ষা জীবন

শিক্ষা সফর

হাদীসের জগতে ইমাম আহমাদ (রহ.)

আহলুস সুন্নাহর ইমাম

ইমামের আক্বীদা বিশ্বাস

ইমাম আহমাদ (রহ.)এর শিক্ষকবৃন্দ

ইমাম আহমাদ (রহ.) এর ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আহমাদ (রহ.) এর রচনাবলী

ইমাম আহমাদ (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আহমাদ (রহ.) এর অবস্থান

ইমাম আহমাদ (রহ.) এর ইন্তেকাল

ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী

নাম, উপনাম ও বংশ পরিচয় : নাম : আহ্‌মাদ, পিতা মুহাম্মদ, দাদা হাম্বল, উপনাম আবূ আব্দুল্লাহ।

বংশনাম : আহ্‌মাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হিলাল বিন আসাদ বিন ইদ্রীস---- আশ্‌শায়বানী, আল-মারওয়াযী, আল-বাগদাদী। ইমামের ১৩তম পূর্ব পুরুষ শায়বান এর দিকে সম্পৃক্ত করায় আশ শায়বানী, তাঁর জন্মভূমি মুরউ এর দিকে সম্পৃক্ত করায় আল-মারওয়াযী, অতঃপর ইমামের অবস্থান বাগ্‌দাদ এর দিকে সম্পৃক্ত কারয় "আল বাগ্‌দাদী।"[১৩৭]

জন্ম ও প্রতিপালন : ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) ১৬৪ হিঃ রবিউল আউয়াল মাসে মুরউতে জন্ম গ্রহণ করেন। কেউ কেউ বলেন তিনি মায়ের গর্ভে থাকা অবস্থায় মুরউ হতে বাগদাদে আসেন অতঃপর বাগদাদে জন্ম হয়। ছোট কালেই তাঁর পিতা ইন্তেকাল করেন ফলে তিনি ইয়াতীম অবস্থায় মার কাছে পালিত হন।[১৩৮]

শিক্ষা জীবন : ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) ছোট বয়সেই শিক্ষায় মনোনিবেশ হন। তিনি প্রখর মেধাশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। অতি সহজেই অনেক কিছু মুখস্ত করে ফেলতেন। ইব্রাহীম আল হারবী (রহ.) বলেন : "মনে হয় যেন আল্লাহ তা'আলা ইমাম আহ্‌মাদকে আদি-অন্তের সকল প্রকার জ্ঞান দান করেছেন।"[১৩৯]

শিক্ষা সফর : জ্ঞান পিপাসু ইমামুস সুন্নাহ্ ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) বাগদাদের উল্লেখযোগ্য সকল আলিম হতে শিক্ষা গ্রহণের পর বিভিন্ন প্রান্তে জ্ঞান আহরণে ছুটে চলেন। তিনি সফর করেন কুফা, বাসরা, মক্কা, মদীনা, ত্বারতুস, দামেস্ক, ইয়ামান, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে। তিনি পাঁচবার হাজ্জব্রত পালন করেন তন্মধ্যে তিনবার পায়ে হেঁটে হাজ্জ পালন করেন।[১৪০]

---

[১৩৭] হুলিয়াতুল আউলিয়া- ৯/১৬২ পৃঃ, তাহযীবুল কামাল- ১/৩৫ পৃঃ, তারিখে বাগদাদ- ৪/৪১৪ পৃঃ, সিয়ারু আলামুন্নুবালা- ১১/১৭৮ পৃঃ, আল বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ১০/৭৭৫ পৃঃ, মানাকিব লি ইবনুল জাওযী- ১৮ পৃঃ, ইত্যাদি।

[১৩৮] সিয়ারু আলাম আননুবালা- ১১/১৭৯ পৃঃ, আলবিদায়াহ্ ওয়ান নিহায়াহ- ১০/৭৭৫ পৃঃ।

[১৩৯] ত্ববাকাতুল হানাবিলাহ- ১/৯ পৃঃ, সিয়ারু আলমিন্নুবালা- ১১/১৮৮ পৃঃ।

[১৪০] মুকাদ্দামাতু কিতাব মাসায়িলি ইমাম আহ্‌মাদ- ১/২০ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

হাদীসের জগতে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) : হাদীসের জগতে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র, তাঁর হাদীসের পারদর্শিতা সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় তিনি হাদীসের এক বিশাল সাগর। ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল ওয়াররাক বলেন, "আমি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বলের মত আর কাউকে দেখিনি, তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো আপনি অন্যের চেয়ে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.)-এর মাঝে জ্ঞান-গরিমা বা মর্যাদা বেশী কি পেয়েছেন? তিনি বললেন : ইমাম আহ্‌মাদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি সকল প্রশ্নের জবাবে হাদ্দাছানা ওয়া আখাবারানা অর্থাৎ হাদীস হতে জবাব দিয়েছেন অন্য কিছু বলেন নি।"[১৪১] অতএব এক বাক্যে বলা যায় যে, ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) হাদীসের সাগর ছিলেন। এ ছাড়াও এর জলন্ত প্রমাণ হলো ইমামের সংকলিত সুপ্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ "আল মুসনাদ" যার হাদীস সংখ্যা চল্লিশ হাজার।[১৪২]

অতএব হাদীসের জগতে ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) এক অবিস্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। হাদীস শাস্ত্রে মুসতালাহ, ঈলাল, আসমাউর রিজাল, জারহ-তাদীল ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব বিদ্যমান রয়েছে। হাদীস শিক্ষাদানেও তাঁর কৃতিত্ব অতুলনীয়, তাঁর একেক মজলিসে পাঁচ হাজারেরও অধিক ছাত্র অংশ গ্রহণ করত।[১৪৩]

আহ্‌লুস সুন্নাহর ইমাম : ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) সকল প্রকার ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত কিন্তু প্রকাশ্যভাবে সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা হতে সামান্যতম ছাড় দিতে প্রস্তুত নন, প্রয়োজনে জীবন জেতে পারে তবুও সুন্নাহর অনুসরণ বর্জন হতে পারে না, ইমাম ইসহাক বিন রাহুয়াহ (রহ.) বলেন : "যদি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল না হতেন এবং তাঁর ইসলামের জন্য ত্যাগ স্বীকার না হত তাহলে ইসলাম বিনাশ হয়ে যেত, অর্থাৎ যখন সকলেই ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কুরআনকে মাখলুক হিসাবে স্বীকার করে নিল, তখন পৃথিবীর বুকে একজনই মাত্র ইসলামের সঠিক বিশ্বাস ধারণ

---

[১৪১] ত্ববাকাতুল হানাবিলাহ, ১/৯ পৃঃ।

[১৪২] তাদবীনুস সুন্নাহ আন্নাবাবীয়্যাহ, ১২২ পৃঃ।

[১৪৩] মুকাদ্দামাহ কিতাব মাসায়িলি ইমাম আহ্‌মাদ, ১/২৪, ২৫ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

করেছিলেন, তিনিই হলেন ইমাম আহ্‌মাদ। আল্লাহ তা'আলা তাঁর মাধ্যমেই ইসলামের সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসকে টিকিয়ে রেখেছিলেন।

রাসূল ﷺ হতে চলে আসা কুরআনের সঠিক বিশ্বাস : "কুরআন আল্লাহ তা'আলার বাণী, কোন সৃষ্ট বস্তু নয়।" কিন্তু জাহমিয়া ও মুতাযিলাদের আবির্ভাবে এ বিশ্বাসে বিকৃতি ঘটানো হয়, শুরু হল "কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু" এ ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রচারণা, এমনকি রাষ্ট্রীয়ভাবে আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদ এবং পরবর্তী খলীফা মামুনুর রশীদ প্রভাবিত হলেন এ ভ্রান্ত বিশ্বাসে। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা হল সকলকে বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, "কুরআন মাখলুক বা সৃষ্ট বস্তু", এ বিশ্বাসের কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারবে না। বাধ্য হয়ে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় প্রায় সকলেই ঐক্যমত পোষণ করলেন শুধুমাত্র দু'জন দ্বিমত পোষণ করেন, ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) ও মুহাম্মাদ বিন নূহ (রহ.)। নির্দেশ দেয়া হল তাদেরকে গ্রেফতার করার জন্য। গ্রেফতার করে আনার পথে মুহাম্মদ বিন নূহ (রহ.) ইন্তেকাল করেন, আর ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) দু'আ করেছিলেন যেন খলীফা মামুনের সাথে সাক্ষাৎ না হয়। ইমামকে কারাবাস দেয়া হল, প্রায় আটাস (২৮) মাস কারাগারে আবদ্ধ হয়ে থাকলেন এবং খলীফা মু'তাসিম এর নির্দেশে ইমামকে তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাস পোষণ না করায় বেত্রাঘাত করা হল। হাত বেঁধে নিষ্ঠুরভাবে কোড়াঘাত করা হয়। কোড়াঘাতে রক্ত ঝড়তে থাকে, গায়ের কাপড় পর্যন্ত রক্তে রঞ্জিত হয়ে যায়। জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পরে যান, আবার জ্ঞান ফিরলে জিজ্ঞাসা করা হয় তাদের ভ্রান্ত বিশ্বাসে একমত কিনা? একমত না হলে আবার কোড়াঘাত শুরু হয়। এভাবে নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতনের শিকার হন। এর কারণ শুধু একটিই তিনি কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী এবং বিদ'আতী বিশ্বাস বর্জনকারী। পরিশেষে খলীফা আল মুতাওয়াক্কিল (রহ.) সঠিক বিষয় উপলব্ধি করায় গোটা মুসলিম জাহানে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত অনড়, অটল একক ব্যক্তি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)-কে কারামুক্ত করেন এবং তাঁকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করেন।[১৪৪]

---

[১৪৪] সিয়ারু আলামুন্নবালা, ১১/২৫০-২৫২ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

ইমামের আকীদাহ্-বিশ্বাস : পৃথিবীর বুকে যখন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় সকলেই মুতাযিলাদের বাতিল আকীদাহ-বিশ্বাস গ্রহণ করে তখন একক ব্যক্তি যিনি কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে সঠিক আকীদাহ্ বিশ্বাসের উপর অটল ছিলেন। এমনকি নির্মম, নিষ্ঠুর নির্যাতনেও তিনি সঠিক আকাদীহ্ হতে সামান্যতমও বিচ্যুত হননি। সুতরাং একবাক্যে বলা যায় যে, তিনি সঠিক আকীদায় শুধু বিশ্বাসী নয় বরং সঠিক আকীদায় বিশ্বাসীদের অন্যতম ইমাম ছিলেন।

ইমাম আহ্মাদ (রহ.)-এর শিক্ষকবৃন্দ : ইমাম আহ্মাদ (রহ.) বাগদাদসহ গোটা মুসলিম জাহানের প্রায় সকল শিক্ষা কেন্দ্রে জ্ঞানের সন্ধানে অবতরণ করেন, ফলে তাঁর শিক্ষক হাতে গনা কয়েকজন হতে পারে না বরং তাঁর শিক্ষক অগণিত ও অসংখ্য। ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন : ইমাম আহ্মাদ (রহ.) "মুসনাদে আহ্মাদ" গ্রন্থের হাদীসসমূহ যে সব শিক্ষক হতে গ্রহণ করেন তাঁদের সংখ্যা হলো দুইশত তিরাশি (২৮৩) জন।[১৪৫] এছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে বহু সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন। নিম্নে প্রসিদ্ধ কয়েকজন শিক্ষকের নাম উল্লেখ করা হল[১৪৬] :

(১) ইমাম সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (রহ.)।
(২) ইমাম ওয়াকী বিন আল জাররাহ্ (রহ.)।
(৩) ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদ্রীস আশ্শাফেয়ী (রহ.)।
(৪) ইমাম আব্দুর রায্যাক আস সানআনী (রহ.)।
(৫) ইমাম কুতাইবাহ বিন সাঈদ (রহ.)।
(৬) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.)।
(৭) ইমাম ইবনু আবী শাইবাহ (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আহ্মাদ (রহ.)-এর ছাত্র বৃন্দ : ইমাম আহ্মাদ বিন হাম্বল (রহ.)-এর ছাত্র অগণিত হওয়াই সাভাবিক, তাদের সংখ্যাও গণনা সম্ভব নয় এবং তালিকাও বর্ণনা সহজ নয়। যিনি লক্ষাধিক হাদীসের হাফেয,

---

[১৪৫] সিয়ারু আলাম আন্নুবালা, ১১/১৮০ পৃঃ।
[১৪৬] মকাদ্দামাহ্ কিতাব মাসায়িল ইমাম আহ্মাদ, ১/২১ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

চল্লিশ হাজার হাদীস গ্রন্থের সংকলক তাঁর ছাত্র বিশ্বজুড়ে হওয়াই সাভাবিক। যার মাজলিসে পাঁচ হাজার পর্যন্ত ছাত্র থাকত, নিম্নে কয়েকজন নক্ষত্রতুল্য ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হল[১৪৭] :

১. ইমাম মুহাম্মদ বিন ইসমাঈল আল বুখারী (রহ.)।

২. ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ আল কুশায়রী (রহ.)।

৩. ইমাম আবূ দাঊদ আস সিজিস্তানী (রহ.)।

৪. ইমাম আবূ ঈসা অত্‌তিমিযী (রহ.)।

৫. ইমাম আবূ আব্দুর রহমান আন্‌নাসাঈ (রহ.)।

৬. ইমাম সালিহ বিন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)।

৭. ইমাম আব্দুল্লাহ্ বিন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.) ইত্যাদি।

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.)-এর রচনাবলী : প্রসিদ্ধ চারজন ইমামের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন তিনি হলেন ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)। শুধু তাই নয় বরং তাঁর সংকলিত হাদীস গ্রন্থ "মুসনাদ" সর্ব প্রসিদ্ধ। ইমামের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো[১৪৮] :

১. হাদীস গ্রন্থ "আল মুস্‌নাদ" (হাদীস সংখ্যা চল্লিশ হাজার)।[১৪৯]

২. আয্‌যুহ্‌দ।

৩. ফাযায়িলুস সাহাবাহ।

৪. আল ঈলাল ওয়া মারিফাতির রিজাল।

৫. আল ওয়ার'।

৬. কিতাবুস সালাত।

৭. আর্‌রাদ্দ আলাল জাহমিয়্যাহ।

---

[১৪৭] তাহ্‌যীবুল কামাল, ১/৪৪০-৪৪২ পৃঃ।, সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ১১/

[১৪৮] মুকাদ্দিমাতু কিতাব মাসায়িলি ইমাম আহ্‌মাদ, ১/৩০-৩৫ পৃঃ।

[১৪৯] তাদ্‌বীনুস সুন্নাহ আন্‌নাবাবীয়্যাহ, ১২২ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

৮. রিসালাতু ইমাম আহ্‌মাদ।

৯. আল মাসায়িল।

১০. আহ্‌কামুন্নিসা।

১১. কিতাবুল মানাসিক।

১২. কিতাবুস্‌সন্নাহ, ইত্যাদি।

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.) সম্পর্কে আলিম সমাজের প্রশংসা :

(১) ইমাম আলী ইবনুল মাদীনী (রহ.) বলেন : আল্লাহ তা'আলা রাসূল ﷺ-এর পর দু'জন ব্যক্তির মাধ্যমেই ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একজন হলেন আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) যার মাধ্যমে মুরতাদ ও ভণ্ড নাবীদের দমন করেছেন, আর অপরজন আহ্‌মাদ বিন হাম্বল, যার মাধ্যমে কুরআনের মানহানীর সময় কুরআনকে সমুন্নত করেছেন।[১৫০]

(২) ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল ওয়াররাক (রহ.) বলেন : "আমি ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বলের মত আর কাউকে দেখিনি, তাকে জিজ্ঞাসা করা হল আপনি অন্যের চেয়ে ইমাম আহ্‌মাদের মাঝে জ্ঞান-গরিমার বা মর্যাদার বেশী পেয়েছেন কি? তিনি বললেন : ইমাম আহ্‌মাদ এমন একজন ব্যক্তি যাকে ৬০,০০০ (ষাট হাজার) প্রশ্ন করা হল, তিনি সকল প্রশ্নের জবাবে হাদ্দাছানা ওয়া আখ্‌বারানা অর্থাৎ শুধু হাদীস হতে জবাব দিয়েছেন অন্য কিছু বলেন নি।[১৫১]

(৩) ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন : আমি বাগদাদ হতে বের হয়ে ইমাম আহ্‌মাদের চেয়ে অধিক আল্লাহভীরু, তাকওয়াশীল, ফাকীহ ও জ্ঞানী আর কাউকে পাইনি।[১৫২]

---

[১৫০] ত্ববকাত আল হানাবিলাহ, ১/৩১ পৃঃ।

[১৫১] ত্ববকাত আল হানাবিলাহ্, ১/৯ পৃঃ।

[১৫২] তারিখে বাগদাদ, ৪/৪১৯ পৃঃ, মানাকিব বাইহাকী, ১/৫২৯ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম আহমাদ (রহ.) এর অবস্থান

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের অন্যতম ইমাম, সর্ববৃহত ও উল্লেখ যোগ্য হাদীসের গ্রন্থ "মুসনাদ ইমাম আহমাদ" এর সংকলক ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বাল (১৬৪-২৪১ হি:) রহঃ। তিনি চার ইমামের মধ্যে হাদীস শাস্ত্রে সবচেয়ে বেশী অবদান রেখেছেন। আব্বাসীয় যুগে মুতাযিলাদের খাল্‌কে কুরআন ফিতনার সম্মুখীন হয়ে সর্বশেষে তিনি একায় জেল-যুলুম সহ্য করে হকের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সুন্নাহ অনুসরণে ইমাম সাহেবের কিছু মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করা হল।

১। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

لاَ تُقَلِّدْنِيْ وَلاَ تُقَلِّدْ مَالِكًا وَلاَ الشَّافِعِيَّ وَلاَ الْأَوْزَاعِيَّ وَلاَ الثَّـــورِيَ، وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوْا.

"তুমি আমার অন্ধ অনুসরণ কর না এবং ইমাম মালিক, শাফেয়ী, আওযাঈ ও ছাওরী প্রমুখের অন্ধ অনুসরণ কর না, বরং তাঁরা যেখান হতে গ্রহণ করেছেন তুমিও সেখান হতে গ্রহণ কর।"[১৭৩]

মানুষ অনুসরণ করবে কুরআন এবং সুন্নাহর, কোন ব্যক্তির চিন্তা-চেতনা নয়। তিনি যতবড়ই বিদ্যান, দার্শনিক ও ইমাম হোন না কেন? এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন ইমাম আহমাদ (রহ.)। তিনি কোন পক্ষ পাতিত্বও করেননি বরং সর্বপ্রথম নিজেকে দিয়েই শুরু করেছেন। নিষেধ করলেন তাকলীদ বা অন্ধ অনুসরণের এবং নির্দেশ দিলেন কুরআন ও সুন্নাহ অনুসরণের। ইমামগণ যেখান হতে দ্বীন গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে তোমরাও সেই কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে গ্রহণ কর কোন ইমামের চিন্তা প্রসুত ফাতওয়া হতে নয়।

অন্য বর্ণনায় এসেছে তিনি বলেন:

لاَ تُقَلِّدْ دِيْنَكَ أَحَدًا مِنْ هؤُلاَءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبِى ﷺ وَأَصْحَابِه فَخُذْ بِـــه، ثُمَّ التَّابِعِيْنَ بَعْدَ الرَّجُلُ فِيْهِ مُخَيَّرٌ، وَقَالَ مَرَّةً: الاِتِّبَاعُ أَنْ يَتَّبِعَ الرَّجُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَعَنْ أَصْحَابِهِ، ثُمَّ هُوَ مِنْ بَعْدِ التَّابِعِيْنَ مُخَيَّرٌ.

---

[১৭৩] ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম- ই'লামুল মু'আককিঈন- ২/৩০২ পৃ:, শায়খ আল-ফুলানী- ইকাযিল হিমাম- ১১৩ পৃ:, মাজমু' ফাতাওয়া-২০/২১২ পৃ:।

www.WaytoJannah.com

"তোমার দীনের ব্যাপারে ঐসব ইমামদের কাউকে অন্ধ অনুসরণ কর না; বরং রাসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবীদের হতে যা এসেছে তা গ্রহণ কর। তাবেঈদের ক্ষেত্রে তুমি সাধীন। আবার কখনও বলেন : অনুসরণ শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের হতে যা প্রমাণিত হয়েছে তাহাই। এরপর তাবেঈদের ক্ষেত্রে তুমি সাধীন।"[১৭৪] অর্থাৎ তাদের কথা কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী হলে অনুসরণ করবে আর না হলে করবে না।

২। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

رَأْيُ الْأَوْزَاعِيِّ وَرَأْيُ مَالِكٍ، وَرَأْيُ أَبِيْ حَنِيْفَةَ كُلُّهُ رَأْيٌ، وَهُوَ عِنْدِيْ سَوَاءٌ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي الْآثَارِ.

"ইমাম আওযাঈ এর অভিমত, ইমাম মালিক এর অভিমত এবং ইমাম আবূ হানীফা এর অভিমত সবই আমার কাছে অভিমত হিসাবে সমান অর্থাৎ একটাও শরীয়তের দলীল হতে পারে না। শরীয়তের দলীল শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এবং সাহাবীদের হাদীস থেকেই হবে।"[১৭৫]

৩। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

عَجِبْتُ لِقَوْمٍ عَرَفُوْا الاسْنَادَ وَصِحَّتَهُ يَذْهَبُوْنَ إِلَى رَأْيِ سُفْيَانَ، وَاللهُ يَقُوْلُ :

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

"আমি আশ্চর্য হই তাদের আচরণে যারা সহীহ হাদীস জানা সত্ত্বেও ইমাম সুফইয়ানের অভিমত গ্রহণ করতে চায়, অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন :

"অতএব যারা তাঁর আদেশের (রাসূলের হাদীসের) বিরুদ্ধাচারণ করে, তারা যেন সতর্ক হয় যে, তাদের কে ফিৎনা পেয়ে যাবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক আযাব তাদেরকে গ্রাস করবে। [সূরা নূর-৬৩][১৭৬]

---

[১৭৪] আবূ দাউদ- মাসায়িল ইমাম আহমাদ-২৭৬,২৭৭ পৃ:, আল আলবানী- সিফাতুসালাতিন্নাবী-৫৩ পৃ:।

[১৭৫] ইবনু আব্দিল বার- আল জামি'-৩/১৪৯ পৃ:।

[১৭৬] ইমাম ইবনু বাত্তাহ- আল ইবানাহ কুবরা-১/২৬০ পৃ:, ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ- আল মাজমু'-১৯/৮৩ পৃ:, ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম-ই'অলাম-২/২৭১ পৃ:, তাইসীরুল আযীয আল হামীদ- ৫৪৫ পৃ:, ফতহুল মাজীদ-৩২২ পৃ:।

www.WaytoJannah.com

শুধু ইমাম সুফইয়ানের অনুসারীদের অবস্থা এরূপ নয়, বরং ইমাম আবূ হানীফা, মালিক, শাফিয়ী ও আহমাদ (রাহেমাহুমুল্লাহ) প্রভৃতি সকল ইমামের ও পীর-দরবেশের অনুসারীদের অবস্থা একই। সহীহ হাদীস জানা সত্ত্বেও তা বর্জন করে ইমামের মতামতের অন্ধ অনুসরণে অবশ্যই আয়াতে বর্ণিত শাস্তি প্রাপ্য হবে।

৪। ইমাম আহমাদ (রহ.) বলেন :

لاَ تُقَلِّدْ دِيْنَكَ الرِّجَالَ، فَإِنَّهُمْ لَن يَسْلَمُوْا مِنْ أَن يَّغْلِطُوْا.

"তুমি তোমার দ্বীনের বিষয়ে (নাবী-রাসূল ছাড়া) কোন ব্যক্তির অন্ধ অনুসরণ কর না, কারণ তারা কক্ষণও ত্রুটি মুক্ত নয়।"[১৭৭]

মানুষের মাঝে ত্রুটি মুক্ত শুধু নাবী-রাসূলগণ, তাই তাঁদের ওয়াহী ভিত্তিক সকল দীনি বিষয় অনুসরণ করা উম্মাতের জন্য অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু নাবী-রাসূল ছাড়া অন্যরা এমন কি সাহাবারাও মাসূম বা ত্রুটি মুক্ত নয় তাই তাদের তাকলীদ বা অন্ধানুসরণ বৈধ নয়, বরং তাঁদের কথা যদি সহীহ হাদীসের সাথে মিলে যায় তাহলে অনুসরণে কোন বাঁধা নেই। আর হাদীসের সাথে বিরোধ পূর্ণ হলে অবশ্যই বর্জনীয়।

সুন্নাহ অনুসরণে চার ইমামের অবস্থান সম্পর্কে আমরা মহামতি ইমামদের বক্তব্য হতে সরাসরি অবগত হতে পারলাম যে, তাঁরা সুন্নাহর একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সেচ্ছায় ও জেনে শুনে কখনও সুন্নাহ পরিপন্থী কোন কথা ও কাজ প্রকাশ করেননি। এমনকি অজ্ঞতাবসত কিছু প্রকাশ পেয়ে থাকলে সে জন্য অগ্রীম সতর্ক করে দিয়েছেন, সহীহ হাদীস বর্জন করে তাদের ফাত্ওয়া মানা হারাম করে দিয়েছেন এবং যে যুগে ও যে স্থানে সহীহ হাদীস পাওয়া যাবে তা পালন করা অপরিহার্য করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদের অবদানকে কবুল করে নিন এবং তাঁদেরকে সুউচ্চ জান্নাতুল ফেরদাউসে আসন দান করুন। আমীন! আর মাযহাবী ও তরীকাপন্থী অন্ধদের সহীহ হাদীস দর্শনের ও পালনের তাওফিক দান করুন। আমীন!

---

[১৭৭] ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ- আল মাজমূ'-২০/২১২ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com

ইমাম আহ্‌মাদ (রহ.)-এর ইন্তেকাল : জন্মের পরই মৃত্যুর পর্ব, আল্লাহ তা'আলার এ নিয়মের ব্যতিক্রম মহামানব মুহাম্মদ ﷺ-এর ক্ষেত্রেও ঘটেনি, ঠিক একই নিয়মের শিকার হলেন আহ্‌লুস্‌সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ইমম- ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (রহ.)। ২৪১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল শুক্রবার সকল মাখলুককে ছেড়ে মহান খালিক এর ত্বরে পাড়িজমান।[১৫৩] আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করুন। আমীন!

ইমম (রহ.)-এর জানাযায় এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাগম হয় যে, ইমাম আব্দুল ওয়াহ্‌হাব আল ওয়ার্‌রাক (রহ.) বলেন : জাহেলী যুগে কিংবা ইসলামী যুগে এত বিপুল সংখ্যক মানুষের সমাবেশ ঘটেছে বলে আমাদের জানা নেই। খোলা মরুভূমিতে প্রথম জানাযা সম্পন্ন হয় যাতে পুরুষের সংখ্যা ছিল ৬-৮ লক্ষ, কেউ কেউ বলেন দশ লক্ষ, আর নারীর সংখ্যা ছিল ৬০ হাজার। এ ছাড়াও কয়েকদিন পর্যন্ত জানাযা চলতে থাকে।[১৫৪]

জানাযার এ বিড়ল দৃশ্য প্রমাণ করে ইমাম আহ্‌মাদ সত্যিই সত্যিই আহ্‌লুস সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের ইমাম।

---

[১৫৩] সিয়ারু আলামুন্নুবালা, ১১/৩৩৭ পৃঃ, আলবিদায়াহ, ১০/৭৯১ পৃঃ।
[১৫৪] সিয়ারু আলামুন্নুবালা ১১/৩৩৯ পৃঃ।

www.WaytoJannah.com